সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◇ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ১৩-১৪

www.weeklyarafat.com

কিং খালিদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব

ইমাম আবদুর রহমান বিন ফয়সাল ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ১৩-১৪
✱ বার : সোমবার

◈ ২৫ ডিসেম্বর-২০২৩ ঈসায়ী
◈ ১০ পৌষ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ১১ জমাদিউস্ সানি-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ
সাপ্তাহিক আরাফাত
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - **নবী নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা ও উপহাসকারীদের পরিণাম**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **দুনিয়ার জীবন**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৯
- **প্রবন্ধ :**
  - **একজন সাহাবীর ক্ষুধা নিবারনে রাসূল (ﷺ)-এর বিশ্ময়কর মু‘জিযাহ্**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১৪
  - **সফলতার সোপান**
    রিফাত সাঈদ- ১৬
- **পরিবেশ-প্রকৃতি :**
  - **দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী**
    আবু সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৮
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - **যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তান লাভ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২১
- **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৪
- **সমাজচিন্তা :**
  - **হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?**
    সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ- ২৫
  - **শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বস; জাতির গন্তব্য কোথায়?**
    মাযহারুল ইসলাম- ২৮
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - **ফিলিস্তিনী মুসলিমদের উপর অবর্ণীয় অত্যাচার : মুসলিম উম্মাহের দায়িত্ব**
    মেহেদী হাসান সাকিফ- ৩২
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - **নতুন বছর ও আমাদের অঙ্গিকার**
    মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ৩৫
- **কবিতা** ৩৮
- **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৩৯
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

সম্পাদকীয়

নতুন বছর : আমাদের প্রত্যাশা

সময় অবিরত প্রবহমান। থেমে নেই সেকেন্ড, মিনিট ও ঘন্টার কাঁটা। প্রতিনিয়ত আমরা সময়কে পেছনে ফেলে ছুটে চলেছি অজানা আগামীর দিকে। এভাবে দিন সপ্তাহ, মাস, বছর আমাদের জীবন থেকে ঝরে পড়ছে। স্মৃতিময় হচ্ছে আমাদের অতীত ইতিহাস। আগামীকে সুন্দর করতে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে পথ চলতে হবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। যদি শিক্ষা গ্রহণ করতাম, তাহলে আমাদের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সুধরে নিয়ে অপেক্ষাকৃত ত্রুটিমুক্ত সুন্দর ভবিষ্যত রচনা করতে পারতাম।

সমাগত ২০২৪ সাল। বিভিন্ন কারণে ২০২৩ সাল ছিল ঘটনাবহুল ও আলোচিত। এরমধ্যে তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্পে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু, গাজায় ইস্রাঈলী আগ্রাসনে ২১ সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে ২০২৩ সাল শুরু হয়েছিল শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভুলে ভরা পাঠ্যবই, নতুন কারিকুলাম নিয়ে বিতর্ক, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আন্দোলন, এসএসসি ও এইচএসসিতে খারাপ ফলাফল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতাসহ শিক্ষা খাতে নানা ঘটনা ঘটেছে এই বিদায়ী বছরে। এভাবে বছর শুরু হয় ত্রুটিযুক্ত পাঠ্যক্রম দিয়ে এবং বছর শেষে কিছুটা রাজনৈতিক উত্তাপ পড়ে শিক্ষাঙ্গনে।

উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালে প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়। শুরু হয় নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা। চলে বছরজুড়ে। বছর শেষে এসেও সেই বিতর্কের উল্লেখযোগ্য কোনো সুরাহা হয়নি। শেষ সময়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের জোরালো দাবি ওঠে নতুন শিক্ষাক্রম বাতিলের। এরই মধ্যে নতুন কারিকুলামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিতে বই ছাপানোর কাজ চালাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে আরও চার শ্রেণিতে চালু হচ্ছে নতুন এ কারিকুলাম। এরই আওতায় প্রাথমিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি এবং মাধ্যমিকে অষ্টম ও নবম শ্রেণি শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত হচ্ছে বলে আমরা অবহিত হয়েছি।

যদিও বছরজুড়ে শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, “শিক্ষায় রূপান্তর একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ, এর বিকল্প নেই। সরকার শিক্ষকদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে, যা চলমান।

এটা অনিবার্য সত্য যে, শিক্ষা একটি দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড। বর্তমান শিক্ষা কারিকুলামের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে নতুন প্রজন্ম। তারাই হবে আগামী বাংলাদেশের কাণ্ডারি। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের প্রস্তাবনা হলো, মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে প্রতিটি ক্লাসে ন্যূনতম ২০০ মার্কের বিশুদ্ধ ইসলাম শিক্ষাকে আবশ্যক করা হোক এবং অন্যান্য বিষয়গুলোতেও যাতে দেশীয় সংস্কৃতি ও ইসলাম বিরোধী কোনো বিষয়ের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সে জন্য বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী স্কলারগণ সমন্বয়ে আগামীর শিক্ষাক্রম সুবিন্যস্ত করা হোক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিদায়ী বছরটি ছিল যোগাযোগখাতের জন্য মাইলফলক। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, শাহজালাল বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু টানেল প্রভৃতি এ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এছাড়াও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর ইত্যাদির সুফল দেশবাসী নতুন বছরে ভোগ করবে বলে আমরা আশাবাদি।

বিদায়ী বছরের অন্যতম নেতিবাচক দিক ছিল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। হয়তো ভোক্তা সাধারণকে এর জের টানতে হবে নতুন বছরেও। তাই সর্বসাধারণের কথা বিবেচনায় নিয়ে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর সর্বোচ্চ ভর্তুকি, কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে।

অতএব আসুন, অতীতের ভুলত্রুটিগুলো চিহ্নিত করি, সংশোধন করি, আত্মসমালোচনা করি এবং ইখলাস অবলম্বন করে আমাগীর পথ চলি। –আল্লাহ সহায়। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা ও উপহাসকারীদের পরিণাম

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۚ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ○ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশ অনুসরণ করে নৌকা তৈরি করো, আর যারা বাড়াবাড়ি করছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে তুমি কোনো আবেদন করো না, তাদেরকে অবশ্যই পানিতে নিমজ্জিত করা হবে। অতএব সে নৌকা তৈরি করতে লাগল, যখনই তার জাতির কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত। সে বলল, তোমরা যেমন আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করছ একদিন আমরাও তোমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করব। সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কোনো ব্যক্তির উপর এমন শাস্তি আসবে, যে তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং তার উপর আপতিত হবে চিরস্থায়ী শাস্তি।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

وَ অর্থ- এবং/আর, اِصْنَعِ শব্দটি, واحد مذكر امر حاضر معرف অর্থ- আপনি তৈরি করুন, الْفُلْكَ অর্থ- ফ্ল্যাক/নৌকা, بِأَعْيُنِنَا অর্থ- আমার চোখের সামনে, وَ অর্থ- এবং, وَحْيِنَا অর্থ- আমার ওহীর অনুসরণ করে, لَا تُخَاطِبْنِيْ শব্দটি, واحد مذكر نهى حاضر معرف, অর্থ- আপনি আমার কাছে কোনো আবেদন করবেন না, فِيْ অর্থ- মধ্যে/ব্যাপারে, الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অর্থ- যারা যুলুম করেছে, إِنَّهُمْ অর্থ- নিশ্চয় তারা, مُّغْرَقُوْنَ অর্থ- তারা ডুবে গেছে, كُلَّمَا অর্থ- যখনই, مَرَّ عَلَيْهِ অর্থ- সে তার পাশ দিয়ে যেত, مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ অর্থ- তার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি, سَخِرُوْا مِنْهُ অর্থ- তারা তাকে উপহাস করত, قَالَ অর্থ- সে বলল, إِنْ শব্দটি حرف شرط অর্থ- যদি, تَسْخَرُوْا অর্থ- তারা মজা করে, مِنَّا অর্থ- আমাদের নিয়ে, فَإِنَّا نَسْخَرُ অর্থ- তার প্রতিদানে আমরাও উপহাস করব, مِنْكُمْ অর্থ- তোমাদের ব্যাপারে, كَمَا অর্থ- যেমনিভাবে, تَسْخَرُوْنَ অর্থ- তোমরা আমাকে নিয়ে উপহাস করো, فَسَوْفَ অর্থ- অতঃপর অচিরেই, تَعْلَمُوْنَ অর্থ- তোমরা জানবে, مَنْ يَّأْتِيْهِ অর্থ- যে ব্যক্তির উপর আসবে, عَذَابٌ অর্থ-শাস্তি, يُّخْزِيْهِ অর্থ- সে তাকে অপমান করবে, وَ অর্থ-এবং/আর, يَحِلُّ عَلَيْهِ অর্থ- এটা তার জন্য হালাল/বৈধ, عَذَابٌ مُّقِيْمٌ অর্থ- চিরস্থায়ী শাস্তি।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

সূরা হূদে বর্ণিত উপর্যুক্ত তিনটি আয়াতে প্লাবন পূর্ববর্তী সময়ে প্রস্তুতিস্বরূপ নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা নির্মাণের নাতিদীর্ঘ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আল-কুরআনুল কারীমের বাকরীতি অনুযায়ী কেবল প্রয়োজনীয় কথাগুলোই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে– আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন : আমি দেখছি আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন এর

★ *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা হূদ : ৩৭-৩৯।*

কারণ কি? জবাবে নবী (ﷺ) বললেন : সূরা হূদ ও তারই মতো বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এ হাদীসে থেকে বুঝা যায়, এ সূরাগুলোতে যে বিষয়বস্তুসমূহ আলোচিত হয়েছে তা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। জাতিকে সতর্ক করার জন্য ক্বওমে নূহ্, ক্বওমে লূত, 'আদ, সামুদ, মাদায়েনবাসী ও ফিরআউন সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হলো– আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে উদ্যত হন তখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতেই মীমাংসা করেন। সে সময়ে কাউকে সামান্যতমও ছাড় দেওয়া হয় না। তখন দেখা হয় না কে কার আত্মীয় কে কার পুত্র কিংবা কে কার পত্নী। এহেন অবস্থায় বংশ ও রক্ত সম্বন্ধের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্বও ইসলামের প্রাণসত্তার সম্পর্ক বিরোধী।

এ সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এ কথা উপলব্ধি করা যায় যে, এ সূরাটি সূরা ইউনূসের সমসময়ে নাযিল হয়েছে। এমনকি তার অব্যবহিত পরেই যদি অবতীর্ণ হয়ে থাকে তবে তাও বিচিত্র নয়। কারণ মূল বক্তব্য একই।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾

"আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশ অনুসরণ করে নৌকা তৈরি করো।"

بِأَعْيُنِنَا (আমার চোখের সামনে) আয়াতের এ অংশে আল্লাহ তা'আলার সিফাত "চক্ষু"র প্রমাণ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্ও তাই।[২]

সুতরাং কোনো উদাহরণ বা সদৃশ বর্ণনা না করে এর উপর ঈমান আনা সকল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। وَوَحْيِنَا (ও আমার নির্দেশ অনুসরণ করে)-এর অর্থ হলো– তুমি যে নৌকাটি তৈরি করবে তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইত্যাদি আমার নির্দেশ অনুসরণ করে, যেভাবে আমি বলব ঠিক সেভাবেই তৈরি করো। এ কথা ধারণা করা মোটেও অমূলক নয় যে, সেই নৌকাটি তৈরি করতে নবী নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর বহুদিন সময় লেগেছিল। কাব আল-আহবারের এক বর্ণনাতে পাওয়া যায় নবী নূহ্ (আলায়হিস সালাম) ত্রিশ বছর সময় ধরে নৌকাটি নির্মাণ করেন।[৩] কিন্তু কাব-এর অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় নৌকাটি তৈরিতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছিল।[৪] মুজাহিদের বর্ণনামতে তিন বছরে নৌকার নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হয়। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, দুই বছরে তিনি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।[৫] এ মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। নৌকাটি অবশ্যই বিরাট আয়তনের ছিল। যাতে মানুষ ও পশু-পাখি পৃথকভাবে থাকতে পারে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ উক্ত স্থানে নৌকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, তলা এবং তাতে কি ধরনের কাঠ ও অন্যান্য আসবাবপত্র লাগানো হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যেমন- কেউ বলেছেন, নৌকাটি গফর কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। যাতে তিনটি ডেক এবং অন্তঃস্থ প্রকোষ্ঠ ছিল। আর বাইরে পিচ দেওয়া ছিল। এটি ৪৫০ ফুট লম্বা, ৭৫ ফুট চওড়া এবং ৪৫ ফুট উচু। এর প্রবেশপথ ছিল একদিকে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত এবং প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাখানো হয়েছিল। নৌকাটি যাতে পানি ফেড়ে চলতে পারে তাতে সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। কারো কারো মতে নৌকাটি দেবদারু কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।[৬] ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উক্তি নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল তিনশ' হাত। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, এর দৈর্ঘ্য ছিল বারোশ' হাত এবং প্রস্ত ছিল ছয়শ' হাত। এমন একটি উক্তিও আছে যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল দু'হাজার হাত এবং প্রস্ত ছিল একশ' হাত।[৭] এ বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য প্রমাণের

[২] *মাজমু ফাতাওয়া- ৫/৯০।*

[৩] *তাফসীরুল মাযহারী- সানাউল্লাহ পানীপতি, খণ্ড- ৫, পৃ. ৮৫।*

[৪] *রূহুল মাআনী- আল-আলুসী, খণ্ড- ১২, পৃ. ৫০।*

[৫] *আত-তাফসীরুল মাযহারী- খণ্ড- ৫, পৃ. ৮৪।*

[৬] *আল-বিদায়া- প্রথম খণ্ড, ১১০ পৃ.।*

[৭] *তাফসীর ইবনু কাসীর- দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৬।*

উপর প্রতিষ্ঠিত নয় মূলত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। এর সঠিক জ্ঞান মহান আল্লাহর নিকটই আছে। আয়াতের এ অংশ থেকে অনেক মুফাস্‌সিরই আবার এটা বুঝেছেন যে, নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-ই সর্বপ্রথম নৌকা তৈরি করেছিলেন[৮]। এর পূর্বে নৌকা তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল মানবজাতীর জ্ঞানের অগোচরেই ছিল। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশ অনুসরণ করে নৌকা তৈরি করো।" নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ও নির্মাণ কৌশল জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে ঐশী জ্ঞানের মাধ্যমে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

﴿وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ﴾

"আর যারা বাড়াবাড়ি করছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে তুমি কোনো আবেদন করো না, তাদেরকে অবশ্যই পানিতে নিমজ্জিত করা হবে।"

অর্থাৎ- নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি ছিল বড়ই অবাধ্য। কুফ্‌রীতে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। তাই নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের জন্য বদ দু'আ করে বলেছিলেন– "হে আমার প্রতিপালক! যমীনের কাফিরদের মধ্য থেকে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না, আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।"[৯]

নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর এই বদ দু'আ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কবূল করলেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করে বললেন– তাদেরকে অবশ্যই পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। সুতরাং আপনি তাদের কারো জন্য ক্ষমা চাইবেন না। তাদের কাউকে ক্ষমা করতে বলবেন না। তারা তাদের অর্জিত কুফ্‌রীর কারণেই পানিতে ডুবে মরবে।[১০]

এ থেকে বুঝা যায়, ক্বওমের যারা মু'মিন ছিল না তাদের সকলের জন্যই এই নির্মম পরিণতি অপেক্ষা করছে। তাদের জন্য অবকাশ বা অব্যাহতি চাওয়ার কোনো সুযোগও আর নেই। কারণ এখন তাদের ধ্বংসের সময় এসে গেছে। অথবা তাদের ধ্বংসের জন্য তাড়াতাড়ি করো না, নির্ধারিত সময়েই তারা ডুবে শেষ হয়ে যাবে।[১১]

অনেকে মনে করেন, পরিবার ও যারা ঈমান এনেছেন তাদের ব্যতীত নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর পুরো জাতি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারের ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী মানব বংশ বিস্তারের জন্য মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহ্‌কে ও ইব্‌রাহীমের বংশধর এবং 'ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"[১২]

অনেকে যালেম বলতে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র এবং তার স্ত্রীকে বুঝেছেন, কারণ তারা মু'মিন ছিল না। নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবার পরিজনের মধ্য থেকে তার ছেলে 'ইয়াম', যার ডাকনাম ছিল কেন'আন এবং কেন'আনের মা ইলা' এ দু'জন পৃথক থাকে এবং তারা দু'জনও পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে।[১৩]

কেউ কেউ মনে করেন পবিত্র কুরআনুল কারীমে যেহেতু নূহ-পুত্রের নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনা থাকলেও নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর নিমজ্জিত হওয়ার উল্লেখ নেই। কেননা, তার পূর্বেই সে মারা গিয়েছিল।[১৪]

তবে সে যে কাফির ছিল এটি সুস্পষ্ট। কারণ কুরআনুল কারীমে তার কুফ্‌রীর কথা ও জাহান্নামে প্রবেশের কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

---

[৮] *আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর।*

[৯] *সূরা নূহ্ : ২৬-২৭।*

[১০] *তাফসীরে তাবারী।*

[১১] *তাফসীরে ফাতহুল কাদীর।*

[১২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৩-৩৪।*

[১৩] *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে 'উসমানী- পৃ. ৪৭২।*

[১৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ﴾

"অতএব সে নৌকা তৈরি করতে লাগল, যখনই তার জাতির কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত।"

অর্থাৎ- এ আয়াতে নৌকা তৈরিকালীন সময়ে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর ক্বওমের উদাসীনতা গাফিলতি ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম) যখন নৌকা নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে ক্বওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করত আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা ঠাট্টা করে বলত, হে নূহ্! আপনি তো আগে নিজেকে নবী বলতেন, এখন কি তাহলে কাঠমিস্ত্রি হয়ে গেলেন। আর হ্যাঁ, আপনি ডাঙ্গাতে এই নৌকা কীভাবে চালাবেন? এভাবে তারা নানারকম উপহাস করত।[১৫] নদীবিহীন মরু এলাকায় বিনা কারণে নৌকা তৈরি করাকে ক্বওমের বিশিষ্টজনেরা পণ্ডশ্রম ও নিছক পাগলামি বলে মনে করত। তারা তাকে মিথ্যাবাদি মনে করত। তিনি তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি। তাই তারা চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। কেউ কেউ বলত– আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরকম কিছু ঘটেছে একথা কখনো শুনিনি। এতো এমন লোক যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে; সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা করো।

﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ﴾

"সে বলল, তোমরা যেমন আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করছ একদিন আমরাও তোমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করব।"

অর্থাৎ- ক্বওমের বিশিষ্টজনদের এমন নির্লজ্জ মিথ্যাচার, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাসের প্রেক্ষিতে নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম) বললেন– যদিও আজ তোমরা আমাদেরকে নিয়ে উপহাস করছ কিন্তু মনে রেখ! সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন মহান আল্লাহর শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে, তখন আমরাও কিন্তু তোমাদের নিয়ে উপহাস করব। অর্থাৎ- তোমরাও তখন কিন্তু উপহাসের পাত্র হবে। কাউকে উপহাস করলে কেমন লাগে তখন তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারবে।

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ﴾

"সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কোন ব্যক্তির উপর এমন শাস্তি আসবে, যে তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং তার উপর আপতিত হবে চিরস্থায়ী শাস্তি।"

অর্থাৎ- দীর্ঘ দিন ধরে নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা তৈরি শেষ হওয়ার পরেই মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা নেমে আসবে। মহান আল্লাহর সে চূড়ান্ত ফয়সালা ছিল "তুফান" (অর্থাৎ- মহাপ্লাবন) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, "অতঃপর তাদেরকে 'তুফান' (অর্থাৎ- মহাপ্লাবন) গ্রাস করেছিল। আর তারা ছিল অত্যাচারী।"[১৬] সহজ-সরল ও প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী ইরাকের মুসেল নগরীতে অবস্থিত নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর পারিবারিক চুলা থেকে পানি উথলে বের হওয়ার আলামতের মাধ্যমেই নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর আমলের এই তুফানের সূচনা হয়। অর্থাৎ- এটি ছিল "তুফান" (মহাপ্লাবন) এর প্রাথমিক আলামত।[১৭] "তুফান" অর্থ- যেকোনো বস্তুর অত্যাধিক্য। এই প্লাবনকে "তুফান" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে পানির আধিক্যের কারণে, যা সে সময়ে সব কিছুকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভূ-তলে উত্থিত পানি ছাড়াও তার সাথে যুক্ত হয়েছিল অবিরাম ধারে আকাশবন্যা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তখন আমি প্রবল বারিপাতের মাধ্যমে আকাশের দুয়ারসমূহ খুলে দিলাম এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম নদীসমূহকে। অতঃপর উভয় পানি মিলিত হলো একটি পূর্ব নির্ধারিত (অর্থাৎ- ডুবিয়ে মারার)

[১৫] *তাফসীরে ফাতহুল কাদীর।*

[১৬] *সূরা আল 'আনকাবূত : ১৪।*

[১৭] *তাফসীরে কুরতুবী।*

কাজে।"[১৮] অতঃপর এই মহাপ্লাবন এক বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে। এই সময়ে এই পানির কোনো কোনো ঢেউ পাহাড়ের চূড়া হতেও উঁচু হয়ে উঠে। যে কারণে নূহ্-পুত্র 'ইয়াম' অন্য নাম কেন'আন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি। এই "তুফান"এর আলামত প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো তার পরিবারসহ ঈমানদার নর-নারীকে নৌকায় তুলে নিতে। যাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এর সঠিক সংখ্যা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়নি। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশজন নারী মোট আশিজন। এই আশিজন পরবর্তীতে যে স্থানে বসতি স্থাপন করেন সে স্থান 'সামানূন' (আশি) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর বাকী সবাই দুনিয়ায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অপমানজনক শাস্তি পেয়ে এই প্লাবনে ধ্বংস হয়েছে। আর তাদের উপর রয়েছে পরকালে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি! যা কখনো দূর হবার নয়।

শিক্ষা

এ আয়াতত্রয় থেকে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

এক. পৃথিবীর প্রত্যেক কারিগরি জ্ঞানই ঐশী জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। পরবর্তীতে যা মানব কল্যাণে দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঐশী জ্ঞানের উপরেই আধুনিক বিশ্বসভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

দুই. অপরাধীরা যখন অপরাধের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে যায়। তখন তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। আর মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে শাস্তির ফয়সালা হয়ে গেলে তা থেকে বাঁচানোর জন্য নবীগণকেও দু'আ-সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হয় না।

তিন. যারা ঐশী কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা ছাড় দেন না। কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করেন। এ শাস্তি দুনিয়াতেও তাদেরকে পাকড়াও করে। আর পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তি তো তাদের জন্য অপেক্ষা করছেই। ❑

[১৮] *সূরা আল ক্বামার : ১১।*

দুনিয়ার জীবন

[১৩ পৃষ্ঠার পর]

অতীত পাপের জন্য তাওবাহ্

মু'মিন অতীত ভুলত্রুটি ও পাপের জন্য তাওবাহ্ করার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। পবিত্র কুরআনে মৃত্যুর আগে তাওবাহ্ না করাকে 'জুলুম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ﴾

"যারা তাওবাহ্ করে না, তারা অবিচারকারী।"[১৯]

অসীয়ত করা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যে মুসলিমের অসীয়তযোগ্য কিছু সম্পদ আছে তার উচিত নয় সে দুই রাত কাটাবে অথচ তার কাছে তার অসীয়ত লিখিত থাকবে না।'[২০]

সুন্দর মৃত্যুর কামনা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চাপা পড়ে, গর্তে পড়ে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মারা যাওয়া থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতেন।[২১]

হাদীসটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১. শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা বা উপদেশ দেয়ার সময় মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ছাত্রের কোন অঙ্গ ধরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাউকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন করা হয়।

২. একজনকে সম্বোধন করা হলেও সবাইকে উদ্দেশ্য নেয়া।

৩. দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা। এটি কারোর জন্য স্থায়ী ঠিকানা নয়।

৪. দুনিয়ার সেবাদাশে পরিণত হওয়া যাবে না; প্রয়োজন সেরেই কেবল আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ❑

[১৯] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১১।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৩৮।*
[২১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫৫২।*

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

দুনিয়ার জীবন

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

সরল অনুবাদ

“‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার আমার দু’ কাঁধ ধরে বললেন, তুমি দুনিয়াতে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী। আর ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি লও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি লও।”[২২]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম ‘আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ ‘আব্দুর রহমান, পিতার নাম ‘উমার ইবনুল খাত্তাব।[২৩] যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। মাতার নাম যয়নব বিনতু মাযউন।

জন্ম ও বংশধারা : তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে নবুওয়াতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেননা বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের ১৫ বছর পর।[২৪]

তার বংশ পরিক্রমা হলো– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ইবনু নুফাইল ইবনু ‘আব্দুল ‘উয্যাহ্ ইবনু রাবাহ ইবনে কুরত ইবনুল জারাহ ইবনুল আদী ইবনুল কাব ইবনুল লুববী।[২৫]

ইসলাম গ্রহণ : নবুওয়াতের ছয় বছর পর স্বীয় পিতা ‘উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে (প্রায়) পাঁচ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতা ও নিজ পরিবারের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বয়কনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে খন্দকসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতুর রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

হাদীসের খেদমত : তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন।[২৬] কারো মতে ১৬৩০ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৭]

গুণাবলী : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তাক্বওয়াবান, প্রাজ্ঞ আলেম, বিনয়ী, কোমলপ্রাণ,

---

[২২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৬৩৬৫; আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- ৩/১৬, মা. শা., হা. ৩৩৪১, সহীহ।*

[২৩] *তাকুরীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আসকালানী, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ৩১৫; Encyclopeadia of Islam- Leiden, New edition-1979, V-1. P- 53।*

[২৪] *তুহফাতুল আহওয়াযী- হাফেয আবুল আলা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-মুবারকপুরী, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ-১৪১০ হি./১৯৯০ ইং, ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ২২১।*

[২৫] *তালিবুল হাশেমী- বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদ : আব্দুল কাদের, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৪০০ বাং/১৯৯৪ ইং, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।*

[২৬] *আসমাউস সাহাবাতির রুইয়াত আলা কুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল ‘আদাদ- ইবনু হাযম, কলিকাতা : তা.বি., পৃ. ৪; তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী- জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, মিশর : আল-খাইরিয়া, ১৩০৭ হি., পৃ. ২০৫।*

[২৭] *হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২৫৯।*

ধৈর্যশীল, বদান্য, আত্মত্যাগী, অল্পে তুষ্ট, স্পষ্টবাদী ও অন্যায় বর্জনকারী। তাঁর পরহেযগারি সম্পর্কে মায়মুন ইবনু মিহরান বলেন, আমি ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সার্বিক ব্যাপারে অধিক পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি।

ইন্তেকাল : খলিফা ‘আব্দুল মালেকের শাসনামলে ৭৩ হিজরিতে ৮৬ বছর বয়সে মক্কার নিকটবর্তী ‘কাখ’নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৮] তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ। তাঁকে মুহাজিরদের কবরস্থান, যি-তুয়াতে সমাহিত করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এই হাদীসটি দীর্ঘ জীবনের আশা ছোট করার সাথে সম্পর্কিত। একজন মু’মিনের এটা মনে করা উচিত নয় যে, সে এই দুনিয়াতে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে; বরং তার তো কেবল একজন মুসাফিরের মতোই হওয়া উচিত। সকল নবীগণ আর তাদের অনুসারীগণ এ ব্যাপারে একমত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

“হে আমার জাতি! দুনিয়ার এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, নিঃসন্দেহে পরকালই হলো স্থায়ী বসবাসের আবাস।”[২৯]

‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

قَالَ نَامَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً. فَقَالَ "مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا".

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো একসময় খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে দাঁড়ালে দেখা গেল তার গায়ে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমরা আপনার জন্য যদি একটি নরম বিছানার (তোষক) ব্যবস্থা করতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী মুসাফির ছাড়া তো আর কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো, তারপর তা ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে গেল।[৩০]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার কাঁধ ধরলেন এবং বললেন, ‘তুমি দুনিয়ায় থেকো ভিনদেশীর মতো অথবা পথিকজনের মতো।’

কাঁধে হাত দেওয়া স্নেহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ করে। উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার প্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে তা অধিকতর ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নবী (ﷺ) প্রিয় সাহাবীকে আন্তরিকতার সাথে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা মু’মিন-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি। প্রিয় সাহাবীকে সম্বোধন করলেও এ শিক্ষা সকল মু’মিনের জন্য– ‘তুমি দুনিয়ায় থেকো ভিনদেশীর মতো অথবা পথিকজনের মতো।’

ভিনদেশী বা পথিকজনের মতো হওয়ার অর্থ কী? হাদীসের ভাষ্যকারগণ এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে– পৃথিবীর এই ঘর মানুষের স্থায়ী ঘর নয়। এখানে সে ক্ষণস্থায়ী, তাকে তার স্থায়ী ঘরে ফিরে যেতে হবে। জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এই মহাসত্য স্মরণ রাখা তার কর্তব্য। এই সত্য স্মরণ রাখার যে প্রভাব তার চিন্তা ও কর্মে পড়বে তা নিম্নরূপ :

এক. মু’মিন কিছুতেই দুনিয়ার ব্যাপারে মোহগ্রস্ত হবে না এবং দুনিয়াকেই তার স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ করবে না। আর তাই আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন সবকিছু থেকে সে নিজেকে যত্নের সাথে দূরে সরিয়ে রাখবে।

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় একথাটি এভাবে লিখেছেন–

مَعْنَى الْحَدِيْثِ : لَا تَرْكَنْ إِلَى الدّنْيَا وَلَا تَتَخِذْهَا وَطَنًا، وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْبَقَاءِ فِيْهَا، وَلَا تَتَعَلَّقْ مِنْهَا بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيْبُ فِيْ غَيْرِ وَطَنِهِ.

---

[২৮] *তুহফাতুল আহওয়াযী- ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ২২১।*
[২৯] *সূরা আল গাফির : ৩৯।*
[৩০] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৭৭; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১০৯; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১/৩৯১।*

দুই. দুনিয়ায় তার আগমনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে। মানুষ তো দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার জন্য আসেনি। সে এসেছে মহান আল্লাহর বান্দা হয়ে, মহান আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য। দুনিয়ার জীবনে তার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব পালন করে তাকে তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

সহীহুল বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লা-হ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় এক মনীষীর উদ্ধৃতিতে উপরের কথাটি এভাবে বলেছেন–

...فَالْمَرْءُ فِيْ الدُّنْيَا كَعَبْدٍ أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ فِيْ حَاجَةٍ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، فَشَأْنُهُ أَنْ يُبَادِرَ بِفِعْلِ مَا أُرْسِلَ فِيْهِ، ثُمَّ يَعُوْدَ إِلَى وَطَنِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ غَيْرِ مَا هُوَ فِيْهِ.

তিন. আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলবে না। সর্বদা তা স্মৃতিতে জাগ্রত রাখবে। আখিরাতকে চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দুনিয়ার জীবনের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে। দুনিয়ার জীবনকে সে গ্রহণ করবে আখিরাতের জীবনের প্রস্তুতির সুযোগ ও অবসর হিসেবে।

এককথায় এ হাদীসটি হচ্ছে মানব-জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শেষ গন্তব্য, দুনিয়ার জীবনের স্বরূপ ও ক্ষণস্থায়িত্ব এবং এইসকল কিছুর আলোকে দুনিয়াতে মু'মিনের জীবন যাপনের পন্থা সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ হাদীসে দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার কথা বলা হয়নি। তা স্বাভাবিকও নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। হাদীসে দুনিয়ার বিষয়ে মোহগ্রস্ত না হওয়ার, হারাম ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার, পার্থিব বৈধ কাজকর্মে সীমাতিরিক্ত মগ্ন না হওয়ার এবং আখিরাতের মুক্তি ও সাফল্যকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে শরীয়তের শিক্ষা ও বিধানের আলোকে জীবনযাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরও বিভিন্ন স্তর হতে পারে। উপরোক্ত হাদীসেও তাক্বওয়ার একাধিক স্তরের দিকে ইশারা আছে। 'ভীনদেশী' ও 'পথিক মুসাফিরের' মধ্যকার পার্থক্যটুকু হচ্ছে এই দুই স্তরের মধ্যকার পার্থক্য। উভয়ের লক্ষ্য ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য অভিন্ন হলেও পর্যায়গত কিছু পার্থক্যও আছে। নবী (ﷺ)-এর জীবন ছিল এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اَعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِيْ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِيْ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। ওর উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।[৩১]

হাদীসের শেষ অংশে এসেছে আর ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলতেন,

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি লও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি লও।'

জীবন ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু এসে যাবে আকস্মিক, তখন কিছুই করার থাকবে না। তাই নেক 'আমলের জন্যও বিলম্ব করা যুক্তির দাবি নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৩১] *সূরা আল হাদীদ : ২০।*

সূচীপত্র

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

'বলো, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালোমন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই।' প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।।'[৩২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, 'সাতটি বিষয়ের আগে তোমরা দ্রুত নেক 'আমল করো। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ, যা তোমাদেরকে সবকিছু ভুলিয়ে দেবে? না ওই ঐশ্বর্যের, যা তোমাদেরকে দর্পিত বানিয়ে ছাড়বে? নাকি এমন রোগের, যার আঘাতে তোমরা জরাজীর্ণ হয়ে পড়বে? না সেই বার্ধক্যের, যা তোমাদেরকে অথর্ব করে ছাড়বে? নাকি মৃত্যুর, যা আকস্মিক এসে পড়বে? নাকি দাজ্জালের, অনুপস্থিত যা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে, সে হচ্ছে সেসবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট? না, কিয়ামতের অপেক্ষা করছ, যে কিয়ামত সর্বাপেক্ষা বিভীষিকাময় ও সর্বাপেক্ষা তিক্ত?'[৩৩]

উল্লেখিত হাদীসে যে সাতটি বিষয়কে নেক 'আমলের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো হলো– ১) দারিদ্র, ২) ঐশ্বর্য, ৩) অসুস্থতা, ৪) বার্ধক্য, ৫) মৃত্যু, ৬) দাজ্জালের ফিতনা, ৭) কিয়ামত। এর অর্থ হলো– উল্লেখিত বিষয়গুলো নেক 'আমলের ক্ষেত্রে বড় বাধা। তাই নবীজি (ﷺ) আগামীকালের অপেক্ষা না করে দ্রুত নেক 'আমল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত্যু উপস্থিত হলে তো আক্ষেপ আর অনুশোচনা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। এ আক্ষেপ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আজকের নেক 'আমল আজকেই করতে হবে। সকাল হলে সন্ধ্যার জন্য আর সন্ধ্যা হলে সকালের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।

সময় হলে 'ইবাদতে মনোযোগী হবো বা সময়টা একটু পরিবর্তন হোক তারপরে নেক 'আমল শুরু করবো এমন চিন্তাভাবনা মূলত শয়তানের ধোঁকা। নেক কাজের সুযোগ তাদের আর হয়ে ওঠে না।

সুস্থতার সময় অসুস্থতার প্রস্তুতি নেওয়া

অসুস্থতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরিশোধন করে থাকেন। বান্দার যখন পাপ বেড়ে যায় আর তার পাপ মোচন করার জন্য সে কোনো 'আমল না করে তখন বান্দার কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে ছোট ছোট মুসীবতে আক্রান্ত করেন। দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, অসুস্থতা দিয়ে। এর মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষণিকের কষ্টের মাধ্যমে পরকালের নির্মল সুখ লাভ করবে।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিঁধে, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৩৪]

অসুস্থতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দার ধৈর্য ও মহান আল্লাহর প্রতি বান্দার বিশ্বাস কতটুকু তা পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা চান বান্দা এই পরীক্ষায়

[৩২] *সূরা ইউনুস : ৪৯।*
[৩৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩০৬।*
[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৪২।*

উত্তীর্ণ হয়ে মহান আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাক।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোনো বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তার কোনো বান্দার অকল্যাণ সাধন করতে চান তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হতে বিরত থাকেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরাপুরি শাস্তি দেন।[৩৫]

জীবিত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

মৃত্যু যেমন অপরিহার্য, তেমন অনিশ্চিত তার সময়কাল। কেউ জানে কখন তার মৃত্যু হবে। তাই মু'মিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে সব সময়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُۥ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌۢ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহরই কাছে রয়েছে কিয়ামাত সম্পর্কে জ্ঞান এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তিনিই জানেন যা কিছু আছে গর্ভাধারে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি আয় করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।'[৩৬]

আল্লামা ইবনু রজব (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত; প্রতিটি প্রাণীর প্রতিটি মুহূর্ত যেন তার মৃত্যুর মুহূর্ত। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'হে তারিক! মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।'[৩৭]

মু'মিনের মৃত্যুর প্রস্তুতি

এক আরব কবি বলেছেন, জীবন সে কয়েকটি চোখের পলকের নাম। অর্থাৎ- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালই জীবন। তাই সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে মু'মিন মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেবে। মহানবী (ﷺ) বলেন, 'তোমরা পাঁচ জিনিসকে পাঁচ জিনিসের আগে গনিমত (সম্পদ) মনে করো– **১.** যৌবনকে বার্ধক্যের আগে, **২.** সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, **৩.** সচ্ছলতাকে অভাবের আগে, **৪.** অবসরকে ব্যস্ততার আগে, ৫. জীবনকে মৃত্যু আসার আগে।'[৩৮]

ভালো কাজ করা

মৃত্যুর প্রধান প্রস্তুতি হলো নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'তোমরা নেক 'আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের অংশ সদৃশ ফিতনায় পতিত হওয়ার আগেই।'[৩৯]

পাপ কাজ পরিহার

পাপ পরিহারের মাধ্যমে মু'মিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের পাপ নিষিদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।'[৪০]

[৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৩৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৯৬।*
[৩৬] *সূরা লুক্বমান : ৩৪।*
[৩৭] *আল মুস্তাদরিক আলাস সাহীহাঈন- হা. ৮৭৪৯।*
[৩৮] *মুস্তাদরাকে হাকিম- হা. ৭৮৪৬।*
[৩৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩২৮।*
[৪০] *সূরা আল আ'রাফ : ৩৩।*

প্রবন্ধ

একজন সাহাবীর ক্ষুধা নিবারনে রাসূল (ﷺ)-এর বিশ্বয়কর মু'জিযাহ্

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের★

আমরা "মানুষ" আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ একটি প্রবনতা আছে– "যে জিনিষটি পেতে সময়, পরিশ্রম, কষ্ট এবং অর্থ ব্যায় হয় তার প্রতি যতটা আগ্রহ, দরদ এবং ভক্তি, ভালোবাসা থাকে বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে এবং বিনা খরচে পাওয়া জিনিষের প্রতি গুরুত্ব, দরদ এবং ভক্তি, ভালোবাসা ততটা থাকে না"। সর্বদা একটা তাচ্ছিল্ল এবং অবহেলার মনোভাব থাকে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত জিনিষ পেতে কোনো কষ্ট, পরিশ্রম এবং অর্থ লাগেনি। অনুরূপ ইসলাম ধর্মের ব্যাপারেও ঠিক তাই। এটিকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসূল (ﷺ)-সহ সাহাবীগণ যে, কি পরিমাণ কষ্ট, ধৈর্য সহ্য করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এক দিন, দুই দিন, এমনকি তিন দিন পর্যন্ত অভুক্ত থেকেছেন। এমনকি পেটে পাথর পর্যন্ত বেধেও রেখেছেন যেটি কল্পনাও করা রীতিমতো বিশ্বয়কর ব্যাপার। স্বয়ং রাসূল (ﷺ) কোদাল দিয়ে মাটি কাটার মতো কঠিন কাজও পেটে পাথর বেঁধে করেছেন। শুধু তাই নয় কত পিতা যে, তার চোখের সামনে সন্তানদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার দৃশ্য দেখেছেন, কত মা যে সন্তান হারা হয়েছেন, কত সন্তান যে, পিতা-মাতাকে চোখের সামনে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুর দৃশ্য দেখেছেন তার কোনো হিসাব নিকাশ নেই। আর সবথেকে মর্মান্তিক ব্যাপার হচ্ছে মৃত্যু ব্যক্তির লাশটি দেখা, কারণ কারোর মস্তক বিচ্ছিন্ন, কারোর দুই হাত বিচ্ছিন্ন, কারোর দুই পা বিচ্ছিন্ন, তাদের শরীর থেকে। আর এ সবই সহ্য করেছেন।

এরূপ কষ্ট স্বীকারের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত সবথেকে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র জীবনে ঘটেছে। ঘটনাটি আপনাদের সমীপে পেশ করছি। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সহ্য করতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আবার কখনও কখনও পেটে পাথর বেঁধেও রাখতাম। একদা আমি মহানবী (ﷺ) এবং সাহাবীদের যাতায়াতের রাস্তায় বসেছিলাম। যে রাস্তা দিয়ে তাঁরা বাড়ি হতে বের হতেন। প্রথমেই আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত রাস্তা দিয়েই বের হলে আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলাম। আমি প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যেই আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রশ্ন করছিলাম যেন তিনি আমাকে কিছু খেতে দিয়ে ক্ষুধা নিবারণপূর্বক পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু তিনি আমাকে খাওয়ার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও উক্ত রাস্তা দিয়ে আসলে তাঁকেও আমি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনিও আমাকে খাওয়ার কথা কিছু না বলে চলে গেলেন। কিছুই করলেন না।

অতঃপর আবুল কাসেম অর্থাৎ- বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)-ও আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আমাকে দেখেই তিনি মুচকি হাসলেন। দয়ার নবী (ﷺ) আমার মুখের চেহারা দেখেই মনের কথা বুঝতে পারলেন এবং আমাকে বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চলো। অতঃপর তিনি চলতে শুরু করলেন এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করে পিছু পিছু চলতে লাগলাম। তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি বাড়ির মধ্যে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমিও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলাম।

★ *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালার কিছু দুধ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? বাড়ির লোকজন উত্তর দিলো, অমুক পুরুষ অথবা অমুক মহিলা আপনার জন্য হাদীয়াস্বরূপ এ দুধ দিয়েছে। তিনি বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তিনি বললেন, “আহলে সুফ্ফা”র লোদেরকে এখানে ডেকে নিয়ে আসো। (রাবী বলেন,) ‘আহলে সুফ্ফা’ ছিল মূলতঃ ইসলামের মেহমান। তাদের পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। আর এমন কেউ ছিল না, যার উপর তারা ভরসা করতে পারে। এজন্য যখন কোনো সাদাক্বার মাল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসত, তখন তিনি তা তাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। নিজে সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি কোনো হাদীয়া (উপঢৌকন) আসত, তাহলে তিনি সেখান থেকেও তাদের জন্য এক অংশ পাঠিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে শরীক করতেন এবং নিজে এক অংশ গ্রহণ করতেন।

এদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধার্থ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ)-এর এ আদেশ শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। (মনে মনে) বললাম, এতটুকু দুধ দ্বারা আহলে সুফ্ফা’র কি হবে। আমিই তো এ দুধ পানের বেশি হক্বদার। আমিই যদি পান করি তাহলে আমার শরীরে কিছুটা শক্তি ফিরে পেতাম। যখন তারা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, আমিই যেন তাদেরকে দুধ পান করতে দেই। তখন আমার আর আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু খেতে পাব। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এবং তদীয় রাসূল (ﷺ)-এর আদেশ মান্য করা ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

সুতরাং আমি হতাশ হওয়া সত্ত্বেও “আহলে সুফ্ফা”র প্রায় ৪০ জনের মতো সবাইকে ডেকে নিয়ে আসলাম। তারা সকলেই এসে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে রাসূল (ﷺ) তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারা ঘরে এসে প্রত্যেকে নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন। তিনি বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি বললাম আমি হাযির, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আমাকে বললেন, এটি তাদেরকে দাও। আমি তখন দুধের সেই পেয়ালা হাতে নিয়ে একেরপর একজনকে দিতে শুরু করলাম। প্রথম ব্যক্তির হাতে দিলে সে পান করে পরিতৃপ্তি হলে আমি পেয়ালাটা দ্বিতীয়জনের কাছে দিলে তিনিও খেয়ে পরিতৃপ্তি হলেন, তৃতীয়জনকে দিলে সেও তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালা ফেরৎ দিলো এবং এভাবে প্রত্যেকেই তৃপ্তি সহকারে পান করার পর আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি পেয়ালাটা হাতে নিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, “হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, “এখন শুধুমাত্র আমি আর তুমি বাকী। তাই না? আমি বললাম, “আপনি ঠিকই বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল!”

এবার তিনি বললেন, “বসে পড়ো এবং পান করো” আমি বসে পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, “পান করো” আমি পান করলাম। তিনি একথা বলতেই থাকলেন, আর আমি পান করতেই থাকলাম। অবশেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আল্লাহর শপত! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন আমার পেটে আর জায়গা নেই। এবার তিনি বললেন, এখন আমাকে দাও। আমি রাসূল (ﷺ)-কে পেয়ালাটা হাতে দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিস্‌মিল্লা-হ বলে বাকী দুধ পান করলেন।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! দেখুন আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের প্রতি কি পরিমাণ দরদ ছিল যে, তাদের মুখ দেখেই অন্তরের অবস্থা বুঝে ফেলেন। যেটি আবূ বাক্‌র, ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র মতো সাহাবীরা বুঝতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে শুধু সাহাবীদের প্রতি নয় তাঁর সকল উম্মতদের প্রতিও তার অপরিসীম দরদ ছিল যার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সুতরাং আমাদের রাসূল (ﷺ)-কে প্রাণাধীক ভালোবাসতে হবে। শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশিত আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চললেই তাঁকে ভালোবাসা হবে। আর তাঁর ভালোবাসা অর্জন করতে পারলেই কাল কঠিন মুসিবতের দিনে তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য মহান রবের নিকট তিনি সুপারিশ করবেন ইন্‌শা-আল্লাহ। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

সফলতার সোপান

–রিফাত সাঈদ★

'সফলতা' সবার কাছেই আকাঙ্খিত। ঈপ্সিত গন্তব্য। অন্বিষ্ট সুখের আবাস। যেটা অর্জনে সবারই দ্রুত ধাবন। যার প্রতি সবাই উদ্রিক্ত। যার উপচার সঞ্চয়নে গণনাহীন ক্লেশ প্রয়োগ। জীবনের প্রতিটি ধাপেই যেটা পাওয়ার ইচ্ছা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সেই জিনিসটা কী? ক্ষমতা, শক্তি, প্রভাব, পটুত্ব, দক্ষতা, যোগ্যতা, নৈপুণ্য, আধিপত্য, রাজকীয় ক্ষমতা, সম্মান, সম্ভ্রম, পরিচিতি, আকাঙ্খিত-স্পৃহাপূর্ণ ডিগ্রি অর্জনই কি সাফল্য নাকি এর মানে অন্য কিছু? ধনী এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি যদি দিনশেষে অসুখী ও অতৃপ্ত থাকে তাহলে কি তাকে খুব একটা সফল বলা যায়? মনে রাখতে হবে সুখ বা আনন্দ, সাফল্যের চাবিকাঠি নয়; বরং সুখ আর আনন্দ সাফল্যের ছোট্ট উপাদানমাত্র। আসলে এই শব্দটির নিজস্ব গুণ আর বৈশিষ্ট্যেই সজ্জিত, সুন্দর এবং রমণীয়। সেটা ব্যক্তিভেদে অবস্থাভেদে একেকজনের কাছে একেক রকম মনে হয়।

সোপান– ১. বাধা-বিপত্তি ও ব্যর্থতার আবরণ চিরে সফলতা : জীবনে সফলতার স্বাদ পেতে হলে শত বাধা-বিপত্তি, উৎপাত, উপদ্রব, দৌরাত্ম্য, ঝামেলা, অন্তরায়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও চেষ্টায় রত থাকা। ছোট-বড় নানারকম ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি, নিরুৎসাহের মোলাকাতে বিচলিত না হওয়া। এসব বাঁধাকে চোখের জল ঝরার কারণ মনে না করে ক্রমাগতভাবে নিজের কাজ কন্টিনিউ করা।

আমেরিকান বিখ্যাত খেলোয়ার ভিন্স লম্বারডি বলেন– "সফল মানুষের সাথে অসফল মানুষের প্রধান পার্থক্য শক্তি বা জ্ঞান নয়। পার্থক্যটা হলো সত্যিকার সফল হওয়ার ইচ্ছা।"

এখানে ইচ্ছা বলতে– "শত বাধা বিপত্তি, ব্যর্থতা, সফলতার রাজপথ থেকে পিছলে যাওয়া, বার বার হোঁচট খাওয়া সত্ত্বেও হতাশা-উচ্চাটনের ছোঁয়ায় কাতর না হয়ে আমি এর সাথে লেগে থাকবই" –এরকম প্রতিজ্ঞাকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যর্থতা, অসফলতার মধ্য দিয়েই সফলতার উপকরণ রচিত হয়। এগুলোর মাঝ থেকেই সিদ্ধার্থের সাইন-বোর্ড গ্রন্থন এবং চিহ্নিত হয়। প্রতিদিন আমরা অম্বরের গাঁয়ে সূর্য্যের যে ঝলমলে হাসিটা দেখি তার জন্য অংশুওয়ালা সূর্যকে শীতের জমাটবাঁধা কুয়াশার মতো আবরণ চিরে এবং আরো অনেক বাধা অতিক্রম করে সাক্ষাৎ করতে হয় মোদের সাথে। তেমনিভাবে মানুষেরও তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে অনেক দুর্গম পথ ও দুর্বোধ্য অবস্থা পাড়ি দিতে হয় এবং অদম্য-অপ্রতিরোধ্য চেষ্টায় নিজেকে রত রাখতে হয়।

ব্যর্থতা হতে উত্তরিত হয়ে সফলতার ইতিহাস যারা সৃষ্টি করেছেন, তাদের উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সফলতার পেছনে জীবনের ঊষালগ্নেই রয়েছে ব্যর্থতার গল্প। কারো কারো জীবনে বড় বড় ব্যর্থতাই সফলতার হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীতে কেউ ব্যর্থকাম হতে চাই না, সবাই সফল হতে চাই। কিন্তু সেই চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে একটা বিরাটকায় প্রাচির (দেয়াল) দণ্ডায়মান, সেই প্রাচির পেরিয়ে যে বিজয় নিশান উড়াতে পারে সেই সফলতার মোলাকাত লাভ করে।

সোপান– ২. সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং প্রয়াস প্রয়োগ : দুর্বলকে যোগায় শক্তি, দিশেহারাকে দেখায় পথ, অন্ধকারে জ্বালায় আলোর মশাল। হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানির তিক্ত অনুভূতিগুলো যখন মস্তিষ্ককে আবেষ্টন করে তখন সামনে পুরোগামী হওয়ার জন্য সম্বল হয়– "চরম আয়াস ও চেষ্টার প্রতিজ্ঞা"।

সুতরাং বারংবার চেষ্টা ও পরিশ্রম বৈ কোনো কাজ সম্পূরণ করা সম্ভব নয়।

"চরম আয়াস ও পরিশ্রম ছাড়া সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়"-এর একটি দৃষ্টান্ত : ধরুন! একজন লোক দুপুরের খাবার খেতে রেস্টুরেন্টে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন রেস্টুরেন্টের ৩টি দরজা। ১মটিতে লেখা বাঙালি খাবার, ২য়টিতে ইন্ডিয়ান খাবার, ৩য়টিতে চাইনিজ খাবার। লোকটি সিদ্ধান্ত নিলো চাইনিজ খাবারটিই খাওয়া যাক। ঢুকে পড়ল "চাইনিজ দরজায়"। সেখানে দেখতে পেল আরো দু'টি দরজা– ১. বসে খাবেন, ২. বাসায় নিয়ে খাবেন। লোকটি যেহেতু বসে খাবে তাই "বসে খাবেন"

★ *অধ্যয়নরত, মাদ্রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।*

দরজায় ঢুকে পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখল আরো দু'টি দরজা। ১. A.C. Room, ২. Non A.C. Room, লোকটি চিন্তা করল একটু আরাম আয়েশেই খাওয়া যাক। সেই সুবাদে এসি রুমে ঢুকে পড়ল। এসি রুমের ভিতরে আরো দু-দু'টি দরজা। ১. ফ্রীতে খাবেন, ২. টাকা দিয়ে খাবেন। লোকটি খুব বেশি খুশি হলো যে, এতো সুন্দর জায়গা, এতো সুন্দর খাবার ব্যবস্থাপনা; যদি ফ্রীতে খাই তাহলে তো ভালোই হলো। তাই সে "ফ্রীতে খাবেন" দরজায় ঢুকে পড়ল। তারপর খেয়াল করল– যেখান দিয়ে সে ঢুকেছে সেখান দিয়েই তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

এখান থেকে আহরিত শিক্ষা হলো–

ক. Special জিনিসগুলো কখনোই ফ্রীতে পাওয়া যায় না। Special জিনিস পেতে হলে পরিশ্রম করতে হয়। অনুরূপ সফলতাও মূল্যবান ও স্পেশাল জিনিস। সেটা পেতে হলে অবশ্যই কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করতে হবে।

খ. গল্পে উদ্ধৃত লোকটি (ফ্রী-তে খাওয়ার) সুযোগে আপ্লুত হয়ে যেভাবে খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ঠিক তেমনি সফলতা অর্জনে কষ্টহীনতা ও Opportunists বা সুযোগ-সুবিধার পথ খুঁজলে সফলতার রাজপথ থেকে ছিটকে পড়তে হবে। «من جد وجد» "যে চেষ্টা করে সে (তা অর্জনে) সফল হয়"। একটা আরবি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে।

আমরা স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাই যে, মানুষ চেষ্টার ফলশ্রুতিতে অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে কিছুটা হলেও সম্ভবে রূপ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ–

চাঁদকে হাতের মুঠোয় না আনতে পারলেও চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করতে পেরেছে। পাখির মতো পাখা মেলে গগণ বুকে উড়তে না পারলেও শূন্যে চলার বাহন তৈরি করেছে। মুহূর্তেই নিজের কথাকে শত মাইল দূরে থাকা মানুষটির কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

এগুলো কম সাফল্যের প্রতীক নয়। এসব কিছুই "চেষ্টা" নামক বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল।

এ কথার অনুকূলে সব কিছুই যে চেষ্টার মাধ্যমে হবে তা নয়। কতিপয় অসম্ভব বিষয় রয়েছে, যেগুলো মানুষ হাজার চেষ্টায়ও সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়। যেমন- মৃতকে জীবিতকরণ, বৃষ্টি বর্ষণ, মাতৃগর্ভে সন্তান আনয়ন, কে কোথায়, কোন সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এটা জানা ইত্যাদি বিষয়।

এসব বিষয় ব্যতিরেকে অন্য যেসব বিষয় সাধন করতে সমর্থ হওয়া যায় তা অর্জনে সর্বদাই আল্লাহর উপর ভরসা ও চেষ্টার অবরোহনীতে আরোহণ করে উপরে ওঠায় রত থাকতে হবে। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে–

السعي منا والاتمام من الله.

'আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু দেওয়ার মালিক আল্লাহ।' আর চেষ্টা করলে যে আল্লাহ তা'আলা তার ফলাফল প্রদান করেন, কুরআন কারীমই তার অকাট্য প্রমাণ নির্দেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

"আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য, যা সে চেষ্টা করে।"[৪১]

সর্বোপরি, প্রভুর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এটাই– তিনি আমাদেরকে সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে উভয় জগতে সিদ্ধার্থকাম হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন–

দুনিয়াতে কোনো 'ইজম'ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবী করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না। কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোনো কন্সটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোনো ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোনো এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন-বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। *(অভিভাষণ- ৯৬ পৃ.)*

[৪১] *সূরা আন্ নাজ্‌ম : ৩৯।*

পরিবেশ-প্রকৃতি

দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

নিজে বিজ্ঞানী নই। বিজ্ঞানচর্চার সুযোগও নেই, কিন্তু বেঁচে থাকার প্রশ্নে বিজ্ঞান নির্ভরতা তো এড়ানো যায় না। আজ সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞানের জয়জয়কার। হালে Artificial Intelligence (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বসেরা অভিধানগুলোতে জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্বমানবতাকে স্তম্ভিত করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কারক ড. জিওফ্রে হিল্টন নিজেও শংকিত। তাঁর ধারণা, তাঁর আবিষ্কারের অপব্যবহার পৃথিবীকে তছনছ করে ফেলবে। ভুল সংবাদ, মিথ্যাচারিতায় সয়লাব হবে। থমকে দাঁড়াবে সৃষ্টির সেরা জাতি মানুষের উপযোগিতা।

শক্তি ও মেধা ব্যবহারের পারঙ্গমতায় কিন্তু এআই এখন শীর্ষে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয়তা তো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার ঘোষণায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তা থাকবে। পৃথিবী সৃষ্টি ও লয়ের প্রক্রিয়ায় মানুষের উপস্থিতি অনিবার্য প্রমাণ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মানুষকে কর্মক্ষম থাকতে হলে সুস্থতার প্রয়োজন। সুস্থ জাতিই পারে সবধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে। সম্প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের নিত্যপ্রক্রিয়ায় বাধ সেধেছে বায়ুদূষণ। এর আগে বায়ুদূষণ নিয়ে লিখেছি। বিষয়টি এতই জীবন নির্ভর ও ঝুঁকিপূর্ণ যে ঘনিষ্টজনদের সদয় অবগতির জন্য পুনর্বার লিখতে বাধ্য হলাম।

অন্ততঃ বেঁচে থাকার প্রশ্নে শরীরের যে ডিভাইসটি অতি প্রয়োজন সেটিকে রাখতে হবে নিষ্কলুষ ও সুন্দর। সম্প্রতি এক তথ্যে জানা গেছে যে, বায়ুদূষণে ঢাকার স্কোর ৩১৬। বাতাসের মান 'দুর্যোগপূর্ণ' বা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের ১০৯টি শহরের মধ্যে বায়ুদূষণে ঢাকার স্থান ছিল দ্বিতীয়। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এ কিউ আই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) সূচকে একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।

প্রথম আলোয় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনসূত্রে জানা যায় যে, অতিক্ষুদ্র বস্তুকণাই (পিএম ২.৫) দূষণের প্রধান উৎস। ঢাকার বাতাসে বিদ্যমান বস্তুকণা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউ এইচ ও) মানদণ্ডের চেয়ে ৪২ গুণ বেশি। বাতাসের এ অবস্থা থাকায় সবার জন্য পরামর্শ, অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের বায়ুদূষণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন সংবেদনশীল গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে আছেন বয়স্ক, শিশু, অন্তঃসত্বা ও জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা। এ সকল কারণে এ দূষণক্রিয়া আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

দূষণচক্রের ফাঁদে আমরা বিপর্যস্ত। মশা মারার কয়েল কিংবা ক্রিম আমাদের দূষণ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করছে। মশা থেকে বাঁচতে আমরা কত কিছু করছি। সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গুজ্বর মানুষকে 'মশাফোবিয়া'য় নাজেহাল করছে। মশার অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে বাধ্য হয়ে মশা নিধনের নানান ঔষুধ কিনছে। সুযোগ বুঝে দোকানিরা কয়েল, ক্রিম, অ্যারোসল ও স্প্রেসহ মশা মারার নানা ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য বাজারজাত করছে। ফগার মেশিনের শব্দ দূষণ ছাড়া ঔষধে মিশ্রিত বিষ বেপরোয়াভাবে নোটিশ ছাড়া ছিটানো হচ্ছে। অধুনা পাওয়া যাচ্ছে কীটনাশক মিশ্রিত মশারীও। এত কিছুর পরও মশাকে কাবু করা যাচ্ছে না কিছুতেই। উল্টো মশা নিধনের বাজারি সরঞ্জামের প্রয়োগ অপপ্রয়োগে ঝুঁকির মুখে পড়েছে জনস্বাস্থ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, মশার ঔষধের ক্ষতিকর প্রক্রিয়ায় হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, ক্যানসার, ফুসফুস কিডনীর রোগসহ নানা রোগের বিপদ বাড়ছে। মালয়েশিয়ার চেস্ট রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পরিচালক, সন্দীপ সালভি বলেছেন, 'অনেক মানুষ জানেনই না, একটা মশার কয়েল

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

একশ' সিগারেটের সমান ক্ষতি করতে পারে তার ফুসফুসে।'

মশার কয়েল ব্যবহারের ফলে ক্যানসার, শ্বাসনালীতে প্রদাহসহ বিকলঙ্গতার মতো ভয়াবহ রোগ এমনকি গর্ভের শিশুর ক্ষতি হতে পারে। লিভার কিডনি বিকল হওয়া, ত্বকে চুলকানি, অ্যালার্জিসহ নানা চর্মরোগও হতে পারে। কয়েল তৈরিতে যে কাঠের গুড়া ও নারকেল মালার গুড়ো ব্যবহার করা হয়, তার উদ্‌গিরীত ধোয়া এতই সুক্ষ্ম যে, সহজেই আমাদের শ্বাসনালীতে ও ফুসফুসের বায়ুথলির মধ্যে পৌঁছে সেখানে জমা হতে পারে। অর্থাৎ- মশার কয়েল নিভবার বহুক্ষণ পরেও ঘরে অবস্থানকারী মানুষের শ্বাসনালীতে কয়েলের ধোঁয়ার কণা ঢুকতে পারে। ফলে ফুসফুসের বায়ুথলির কণায় রক্ত জমে যাওয়া থেকে নানা ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া অ্যালেট্রিন মস্তিষ্ক ও রক্তের ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

মশার কারণে সর্বোচ্চ দশমিক ০৩ মাত্রার 'অ্যাকটিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট' ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অনুমোদন ছাড়াই উৎপাদন ও বাজারজাত করা স্প্রে বা কয়েলে শুধু মশাই নয় বিভিন্ন পোকামাকড়, তেলেপোকা এমনকি টিকটিকিও মারা যায়। এতেই মশক নিধন সামগ্রীর ভয়াবহতা কত বেশি তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মশা তাড়ানোর জন্য আর একটি অভিজাত উপায় হিসেবে অ্যারোসলকে ধরা হয়। এতে মিশ্রিত পাইরিথোয়েড নামক রাসায়নিক উপাদান বড়ই মারাত্মক। মানবদেহের জন্য তা খুবই ক্ষতিকর। অধুনা মশার বিপত্তিনাশক হিসেবে ক্রিমের ব্যবহার চলছে। এসব ক্রিম বা লোশনে 'ডিট' নামক এক ধরনের টলু অ্যামাইডের মিশ্রণ থাকে। এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন- ত্বকে র‍্যাশ, ফুসকুড়ি, চুলকানি, এ্যালার্জি এমনকি চোখের ব্যথাও হতে পারে। এমনিভাবে শুধু মশা তাড়ানোকে কেন্দ্র করে রকমারি সংকটের উদ্ভব মানুষকে বিচলিত করে তুলেছে।

মশা বিতাড়নের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দূষণে যেমন আমরা জেরবার, তেমনি খাদ্যাভাসে ও গ্রহণে সৃষ্ট নিত্য নতুন প্রক্রিয়া আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলছে। খবরের কাগজ, ছাপাকাগজ বা লিখিত কাগজের ঠোঙ্গায় মোড়ানো খাবার নিয়মিত খেলে মানবদেহে ক্যানসার, হৃদরোগ ও কিডনি রোগসহ নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে। ঝালমুড়ি, ফুচকা, জিলেপি, পরোটা, পুরি, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি খাবারে যে মোড়কগুলো ব্যবহার করা হয়- তার সবই জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ মোড়কের ঐসকল কাগজ তৈরি, পরিবহন ও গুদামজাতের সময় নানা জীবানুতে সংক্রমণ হতে পারে। এগুলো প্রিন্ট করার সময় যেসব রং ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় সেগুলোর বিপত্তি তো আছেই। শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন এই কাগজ প্রস্তুত হয়, এতে ক্লোরাইড, ডলোমাইড, হাইড্রোফ্লোরিস অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও সোডিয়াম সালফেট থাকে। আবার এগুলোতে ছাপার জন্য কালি ব্যবহার করা হয় তাতে যে উপাদান যেমন ক্যাডিয়াম, কপার, জিংক, রং, পিগমেন্ট ও প্রিজারভেটিভস থাকে যা দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়া পুরাণো কাগজে রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবিও থাকে।

দূষণচক্রের আর এক সমস্যা খাবারে বিষ। যে খাবার খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে সে খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতিদিন শরীরে বিষ ঢুকছে। আর এটি ঘটছে বিপন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট অপকর্মের কারণে। মাটি ও পানি থেকে মাছ, মাংস, সবজি, ফলমূল হয়ে মানবদেহে প্রবেশ করছে ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, সিসা ও আর্সোনিকের মতো ধাতু। আবার মুনাফাখোর ব্যবসায়ী খাবারে ক্ষতিকর উপাদান মিশিয়ে বিক্রি করছে।

আমরা শৈশবকালে হাটে-বাজারে দেখতাম হাতেগোনা ফার্মেসি। তাও আবার গ্রাহক তেমন দেখা যেত না। অধূনা সর্বত্রই দু'পাঁচটা অনুমোদিত/অনুনমোদিত ফার্মেসি। যেখানে বেজায় ভিড়। এর অন্যতম কারণ ভেজালযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে সৃষ্ট শারীরিক সমস্যা। ক্যান্সার, হার্ট, লিভার ও কিডনী রোগে আক্রান্ত রোগী।

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার বর্ণনায় বিভিন্ন গবেষণা ও জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যে, বাজারে বিক্রি হওয়া চাল, আটা, ডিম, সব্জি, মাছ, মাংস, মসল্লা এবং খাবার পানি ইত্যাদিতে ভেজাল বা রাসয়নিক বিষ বিদ্যমান। সম্প্রতি এক খবরের কাগজসূত্রে জানা যায় যে, সাতক্ষীরা অঞ্চলে ভেজাল মিশ্রিত ৭ মন মধু আটক করা হয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের টার্গেট প্লেস দেখুন! কী ভয়ানক! যে অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি মধু উৎপাদিত হয় সেখানেই তারা ভেজালের কারখানা বসিয়েছে! যাতে সহসা বুঝতে না পারে।

সায়েন্টেফিক রিপোর্টস এ একটি জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে জানা যায় যে, জামালপুরের ইসলামপুর ও মেলান্দহ উপজেলা থেকে বেগুনের ৮০টি সংগৃহীত নমুনায় সিসা, নিকেল ও ক্যাডিয়াম ধাতু নিরাপদ সিসার চেয়ে কয়েকশ গুণ বেশি বিদ্যমান। এগুলোর সংমিশ্রণে বেগুন কিংবা সবজি খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আজকাল পশুপালন ও হ্যাচারিগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিকের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অ্যান্টিবায়োটিক সেবনকৃত পশুর মাংস খেলে শারীরিক স্থূলতা বৃদ্ধি পায়। কিছু পরিমাণ হলেও পশুর অ্যান্টিবায়োটিক মানবদেহে প্রবেশ করে। ফলে মানবদেহে ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনের সময় অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হলেও তা আর কার্যকর হয় না। রাজধানী ও এর বাইরের একটি শহরের ওপর চালানো গবেষণা সমীক্ষায় মাছ ও মুরগিতে ৮০ থেকে ৮৬ শতাংশ মাত্রার ক্রোমিয়াম, ক্যাডিয়াম ও সিসার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এতে মানবদেহে ক্যান্সার, কিডনিসহ নানাবিধ জটিলতা দেখা যাচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত প্লাস্টিকের বর্জ প্রতিদিনই নদনদী জলাশয়ে গিয়ে পড়ছে। মাছ এসব খাচ্ছে আর মাছের মাধ্যমে তা মানবদেহে ফুড চেইনে ঢুকে পড়ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের এক গবেষণা বলছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বাজারে পাওয়া ১৫ প্রজাতির দেশি মাছে ৭৩.৩ শতাংশ প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রকণার সন্ধান মিলেছে। আবার বাজারে বিক্রীত মাছ টাটকা দেখানোর জন্য ফরমালিনের তো যথেচ্ছ ব্যবহার রয়েছেই। ভাবতে কষ্ট হয় যে, দেশের বোতলজাত পানির ৫০ শতাংশই দূষিত। আবার অফিস আদালত, বাসা বাড়িতে সরবরাহকৃত বড় বড় জারের পানির ৯৮ শতাংশই জীবানুপূর্ণ। বাজারে শুকিয়ে যাওয়া শাক, রাসয়নিকে ডুবিয়ে তাজা বলে বিক্রি হচ্ছে। কাঁচা ফল দ্রুত পাকাতে ব্যবহার করছে কার্বাইড, ইথোফেন ও ফরমালিনের মতো প্রাণ হরণকারী রাসয়নিকের মিশ্রন, এক সমীক্ষায় পোলট্রিফার্মের ডিমে বিষাক্ত ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। আটায় মেশানো হচ্ছে চকপাউডার বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। আনারসও সম্প্রতি উৎপাদিত ড্রাগনফল দ্রুত বৃদ্ধি ও সাইজ বড় করার জন্য হরমোনের প্রয়োগ হরদম চলছে। আর আম ও লিচু গাছে, মুকুল ধরা থেকে শুরু করে তা পাকা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে চলে রাসয়নিকের অপব্যবহার।

মিষ্টি জাতীয় খাবারেও বিষাক্ত রং, সোডা, স্যাকারিন ও মোমের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। খাবারের মসলায় কাপড়ের বিষাক্ত রং, ইট ও কাঠের গুড়া মেশানো হয়। এছাড়া ভেজাল মেশানো খাদ্যের তালিকায় ঘি, গুড়, শিশুদের গুড়া দুধ, গাভীর দুধ কোনটাই বাদ যায়নি। বাজার থেকে সংগ্রহ করা ভেজাল গুড়া দুধ ও আটা মিশিয়ে বানানো হয় আর এক পদের ভেজাল দুধ। সে দুধ আবার প্যাকেটজাত করা হয় নামকরা ব্রান্ডের মোড়কে। এভাবে ফুলক্রিম মিল্ক পাউডার নাম দিয়ে বাজারজাত করা হয় ভেজাল গুড়া দুধ।

[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]

আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী? তাহলে–

নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন। আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে– একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর।

আসুন! আমরা সচেতন হই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।"

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

ক্বাসাসুল কুরআন

যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম)-এর সন্তান লাভ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক

বানী ইসরাঈলের অন্যতম প্রধান নবী ছিলেন যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম)। ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মা মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)-এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ দেখে মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশা জেগে ওঠে যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম)-এর অন্তরে। যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) সম্পর্কে কুরআনে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারইয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা সূরা আ-লি ‘ইমরানে যা বলেন, তার সার-সংক্ষেপ এই যে, ‘ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন যে, আমার গর্ভের সন্তানকে আমি মহান আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি মহান আল্লাহর ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু পুত্রের স্থলে কন্যা সন্তান অর্থাৎ- মারইয়াম জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন,

﴿لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى﴾

“এই কন্যার মতো কোনো পুত্রই নেই।”[৪২]

এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? সম্ভবতঃ ঐসময় মারইয়ামের পিতা জীবিত ছিলেন না। বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির অভিভাবক হতে চায়। ফলে অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা হয়। সেখানে মারইয়ামের খালু এবং তৎকালীন নবী যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম)-এর নাম আসে। এ ঘটনাটিই আল্লাহপাক তাঁর শেষ নবীকে শুনাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়–

﴿ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ﴾

“(মারইয়ামের বিষয়টি) হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে প্রত্যাদেশ করছি এবং যখন তারা স্বীয় কলমসমূহ নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামকে প্রতিপালন করবে? আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল।”[৪৩]

“অতঃপর আল্লাহ তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন।”[৪৪]

মারইয়াম মসজিদের সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) তাকে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি মেহরাবে আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য-খাবার দেখতে পেতেন। তিনি একদিন এ বিষয়ে মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ۖ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

“অনন্তর তার রাব্ব তাকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন এবং যাকারিয়াকে তার ভারার্পন করলেন; যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলত : হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলত : এটা আল্লাহর নিকট হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।”[৪৫]

---

[৪২] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৬।*

[৪৩] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৪৪।*

[৪৪] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৭।*

[৪৫] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৭।*

সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আ : সম্ভবতঃ শিশু মারইয়ামের উপরোক্ত কথা থেকেই নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর মনের কোণে আশার সঞ্চার হয় এবং চিন্তা করেন যে, যিনি ফলের মৌসুম ছাড়াই মারইয়ামকে তাজা ফল সরবরাহ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি বুকে সাহস বেঁধে মহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন- আল্লাহ বলেন,

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

"সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূতঃপবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"[৪৬]

একথাটি অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে–

﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ○ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ○ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ○ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ○ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾

"এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বলেছিল– 'হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। 'আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান করো উত্তরাধিকারী। 'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করো সন্তোষভাজন। তিনি বললেন– 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া; এ নামে পূর্বে আমি কারও নামকরণ করিনি।' সে বলল– 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত!' তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, 'এটা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না'।"[৪৭]

এখানে দু'আর পূর্বে যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ এই যে, এমতাবস্থায় সন্তান না আসাই স্বাভাবিক। এখানে দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, দু'আ করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্থতা উল্লেখ করা দু'আ কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।[৪৮]

তারপর বলছেন যে, আপনাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি। আপনি সবসময় আমার দু'আ কবুল করেছেন।[৪৯]

যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। বয়সও অনেক হয়। কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। তবে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি তাঁরা হতাশ ছিলেন না। তাই গোপনে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকেন তিনি।

عَاقِر ঐ মহিলাকে বলা হয় যে বার্ধক্যের কারণে সন্তান জন্মাতে সক্ষম নয়, আর ঐ মহিলাকেও বলা যায়, যে প্রথম হতেই বন্ধ্যা। এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যে কাঠ শুকিয়ে যায় তাকে عِتِي বলা হয়। এখানে অর্থ বার্ধক্যের শেষ পর্যায়, যখন শরীরের গোশত শুকিয়ে যায়। বলার উদ্দেশ্য হলো, আমার স্ত্রী তো যৌবনকাল হতেই বন্ধ্যা, আর আমিও বৃদ্ধ ব্যক্তি। এখন আমাদের সন্তান হবে কিভাবে? কথিত আছে

---

[৪৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৮।*

[৪৭] *সূরা মারইয়াম : ২-৮।*

[৪৮] *তাফসীরে কুরতুবী।*

[৪৯] *তাফসীরে কুরতুবী; তাফসীরে ইবনু কাসীর; তাফসীরে ফাতহুল কাদীর।*

যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর নাম ছিল আশা' বিনতু ফাক্বূদ বিন মীল। ইনি ছিলেন মারইয়ামের মা হান্নার বোন। কিন্তু সঠিক কথা হলো আশা'ও মারইয়ামের পিতা 'ইমরানেরই কন্যা ছিলেন। অতএব (মারইয়াম ও আশা' দুই বোন এবং) ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) আপোসে খালাতো ভাই। যেমন সহীহ হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫০]

যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। সন্তানের জন্য নিজে দু'আও করেছিলেন। দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও কিভাবে 'আমার পুত্র হবে' বলার অর্থ, খুশি হওয়া এবং আশ্চর্যান্বিত হওয়া।[৫১]

তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হবে?[৫২]

আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে।[৫৩]

মহান আল্লাহর সুসংবাদ অনুযায়ী যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর ঔরসে ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দেন, যা তার উপর পাঠ করা হত। তাঁর পূর্বে ইয়াহূদীদের মাঝে যে নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন তারাও তাওরাতের বাণী লোকদের কাছে প্রচার করতেন। যার হুকুমসহ নবীগণের সাথে সাথে সৎ লোকেরাও অন্যদের নিকট প্রচার করতেন। ঐ সময় তিনি ছোট বালক ছিলেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ অসাধারণ নিয়ামতেরও বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-কে সন্তানও দান করেন এবং তাঁকে বাল্যাবস্থায় আসমানী কিতাবের আলেমও বানান। আর তাঁকে নির্দেশ দেন– হে ইয়াহইয়া! কিতাবকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো এবং তা শিখে নাও। আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে আরও বলেন– "আমি তাঁকে ঐ অল্প বয়সেই বোধ সম্পন্ন জ্ঞান, শক্তি, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং সহনশীলতা দান করেছিলাম।"

একবার ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম)-কে ছোট্ট বাচ্চারা খেলাধুলার জন্য ডাকলে তিনি উত্তর দেন, আমাকে এই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি! তিনি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এত পরিমাণ কান্না করতেন যে, তাঁর চোয়ালে অশ্রুর নালা বয়ে গিয়েছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোনো দিন গুনাহ করেননি এবং গুনাহের ইচ্ছাও করেননি।[৫৪]

তাঁর অন্তরে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া-মমতা করার প্রেরণা এবং কুপ্রবৃত্তি ও সমস্ত পাপ হতে পবিত্রতা দান করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসতেন। তিনিও মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসতেন। একজন মায়ের মনে নিজের সন্তানের জন্য যে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহশীলতা থাকে, যার ভিত্তিতে সে শিশুর কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ে, তদ্রূপ মহান আল্লাহর বান্দাদের জন্য ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম)-এর মনে এই ধরনের স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়েছিল। শৈশবেই তিনি সৎ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং চেষ্টা ও আন্তরিকতার সাথে মহান আল্লাহর 'ইবাদত ও জনসেবার কাজ শুরু করেন। ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রকার ময়লা, পাপ এবং নাফরমানী থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সাবধানী বা সংযমী। ❑

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

"আমরা আমাদের কথাগুলো কোন্ দলিল হতে গ্রহণ করেছি এটা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।" *(ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأيمة الفقهاء গ্রন্থে ১৪৫ পৃ., ই'লামুল মুয়াক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃ.। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়- ৬/২৯৩ পৃ., আশ্ শারানী, আল মিযান- ১/৫৫ পৃ.। শাইখ আল ফুলানী, ইকাযুল হিমান- ৫২ পৃ., ইমাম মুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত)*

[৫০] *তাফসীরে ফাতহুল কাদীর।*
[৫১] *তাফসীরে সাদী।*
[৫২] *তাফসীরে বাগভী।*
[৫৩] *তাফসীরে কাশশাফ।*
[৫৪] *তাফসীরে হেদায়াতুল কুরআন- ৫/২৫৭; দুররে মানসূর।*

সূচীপত্র

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

পরীক্ষার জন্য হারূত মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে দুনিয়াতে প্রেরণ

“রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : ইয়াহূদীগণের মধ্যে যাদুর প্রচলন ছিল। তারা দাবি করত যে, সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) যাদু ব্যবহার করেই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তারা আরো দাবি করত যে, স্বয়ং সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এবং হারূত ও মারূত নামক দু’জন ফেরেশ্‌তা তাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছেন। এদের এ মিথ্যাচারের প্রতিবাদে কুরআনুল কারীমে সূরা আল বাক্বারাহ্’র ১০২ নং আয়াত নাযিল হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

“এবং সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা (ইয়াহূদীরা) তা অনুসরণ করত। সুলামইমান কুফ্‌রী করেননি কিন্তু শয়তানরাই কুফ্‌রী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলে হারূত ও মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকে শিক্ষা দিত না, এ কথা না বলা পর্যন্ত যে, ‘আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফ্‌রী করিও না।”

এ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্য কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন যে, হারূত ও মারূতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আরবী (ما) অর্থ (না)। অর্থাৎ- হারূত মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের উপরেও যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর সম্পর্কে ইয়াহূদীদের দাবি যেমন মিথ্যা, হারূত ও মারূত সম্পর্কেও তাদের দাবি মিথ্যা।

তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেছেন যে, ইয়াহূদীগণ যখন কারামত-মু’জিযাহ্ ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য না করে সবকিছুকেই যাদু বলে দাবি করতে থাকে তখন আল্লাহ তা‘আলা দু’জন ফেরেশ্‌তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন যাদুর প্রকৃতি এবং যাদু ও মু’জিযার মধ্যে পার্থক্য শিক্ষা দানের জন্য। তারা মানুষদেরকে এ পার্থক্য শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তোমরা এই জ্ঞানকে যাদুর জন্য ব্যবহার করে কুফ্‌রী করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই যাদু ব্যবহারের কুফ্‌রীতে নিমগ্ন হতো। কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন, তাঁরা দু’জন মানুষ ছিলেন; বিশেষ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বা সৎকর্মশীলতার কারণে তাদেরকে মানুষ ফেরেশ্‌তা বলে অভিহিত করতো। তাঁরা এভাবে মানুষদেরকে যাদুর অপকারিতা শিক্ষা দিতেন।

হারূত ও মারূত সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আর কোনো কিছুই বলা হয়নি। সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ক অনেক গল্প-কাহিনী হাদীস নামে বা তাফসীর নামে তাফসীরের গ্রন্থগুলোতে বা সমাজে প্রচলিত। কাহিনীটির সার-সংক্ষেপ হলো– মানব জাতির পাপের কারণে ফেরেশ্‌তাগণ মহান আল্লাহকে বলেন, মানুষের এত অপরাধ আপনি ক্ষমা করেন কেন বা শাস্তি প্রদান করেন না কেন? আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বলেন, তোমরাও মানুষের মতো প্রকৃতি পেলে এরূপ পাপ করতে। তারা বলেন, কক্ষনো না। তখন তারা পরীক্ষার জন্য হারূত ও মারূত নামক দু’জন ফেরেশ্‌তাকে নির্বাচন করেন। তাদেরকে মানবীয় প্রকৃতি প্রদান করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তারা যোহরা নামক এক পরমা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে মদপান, ব্যভিচার ও নরহত্যার পাপে জড়িত হন। পক্ষান্তরে যোহরা তাদের কাছ থেকে মন্ত্র শিখে আকাশে উড়ে যায়। তখন তাকে একটি তারকায় রূপান্তরিত করা হয়।... *[২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

সমাজচিন্তা

হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?

সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ

[১ম পর্ব]

ভূমিকা : আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আ'লা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন ভালো-মন্দ বুঝার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা ও আবেগ-অনুভূতি। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৮'শ কোটি মানুষের বসবাস, এর পূর্বে দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষের আগমন ঘটেছে এবং তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলেও গিয়েছে, ভবিষ্যতে আরো কোটি কোটি মানুষের আগমন ঘটবে এবং তারা দুনিয়া ছেড়ে চলেও যাবে। দুনিয়াতে যত মানুষ এসেছে এবং যত মানুষ আসবে এরা সবাই একজন নারী এবং পুরুষের মাধ্যমে এসেছে ও আসবে। ব্যাতিক্রম শুধুমাত্র আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা কোনো পিতা-মাতা ছাড়াই নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ﴾

"আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস, আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিলো? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?"[৫৫]

আদী মাতা হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বাম পাজরের হাড় থেকে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক"[৫৬] এবং 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন কোনো পুরুষ ছাড়াই মায়ের গর্ভ থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾

"এবং স্মরণ করুন সে নারীকে, যে নিজ লজ্জাস্থানের হিফাযত করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমরা আমাদের রূহ্ ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম সৃষ্টিজগতের জন্য এক নিদর্শন।"[৫৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো, তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।"[৫৮]

---

[৫৫] *সূরা সোয়াদ : ৭৫।*

[৫৬] *সূরা আন্ নিসা : ১।*

[৫৭] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৯১।*

[৫৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৫৯।*

দুনিয়াতে আমরা দুই শ্রেণির মানুষের বিচরণ সাধারণত দেখে থাকি যার একটি হচ্ছে পুরুষ ও আরেকটি হচ্ছে নারী। এই দুইয়ের মাঝেও আরেকটি শ্রেণি আমরা দেখি যারা নারী এবং পুরুষ উভয়ের মতো বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে, যাদেরকে আমরা 'হিজড়া' বলে জানি এবং এদের সংখ্যা খুবই অল্প। আর এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা জন্মগতভাবেই সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। মানব জাতীর সৃষ্টির পদ্ধতি এবং বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ﴾

"হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাকো তবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোশ্ত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে। তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্কাবস্থায়, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ।"[৬০]

এই লিখনির মাধ্যমে আমরা নারী, পুরুষ, হিজড়া, ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতা সম্পর্কে ইসলামের বিধিবিধানগুলো জানবো ইন্‌শা-আল্লাহ।

প্রথমতঃ নারী পুরুষের বিধিবিধান যা কুরআন হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে তা সম্পর্কে কমবেশি আমাদের সবারই জানা রয়েছে তাই আমরা এই বিষয়টি এখানে স্কিপ করে যাচ্ছি।

দ্বিতীয়তঃ আমরা হিজড়া সম্পর্কে জানবো এবং হিজড়াদের বিধিবিধান সম্পর্কে জানবো।

হিজড়া কি বা হিজড়া কারা?

হিজড়া হচ্ছে জন্মগতভাবে ত্রুটিযুক্ত মানুষের একটা প্রজাতি যা নারী এবং পুরুষ উভয়ের আংশিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। সাধারণ মানুষের মতোই তাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য রয়েছে। যেমন- একজন হয়তো জন্মগতভাবে ছেলে হিসেবে জন্ম নিয়েছে কিন্তু জন্মের পর দেখা গেলো ছেলেদের যেমন লজ্জাস্থান থাকে তার সেটা নেই; বরং ত্রুটিপূর্ণ। এমন হতে পারে যে সে ছেলে হিসেবে জন্ম

[৫৯] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৩।*

[৬০] *সূরা আল হজ্জ : ৫।*

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

নিয়েছে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেমন- তার হয়তো দাঁড়ি উঠছে না, তার হয়তো স্তন মেয়েদের মতো বড় হয়ে যাচ্ছে। সে হয়তো আস্তে আস্তে মেয়েলী স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। সাধারণত মেয়েরা যেই আচরণগুলো প্রকাশ করে সেও হয়তো একই আচরণ প্রকাশ করতেছে। ঠিক একই ভাবে কেউ হয়তো মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করলো কিন্তু দেখা গেল তার মেয়েদের মতো লজ্জাস্থান নেই! বয়স বাড়ার সাথে সাথে হয়তো তার স্তন বড় হলোনা, তার মুখে ছেলেদের মতো দাঁড়ি গজালো, তার স্বভাব ও আচার আচরণ হয়তো ছেলেদের মতো হলো। হিজড়া এবং সাধারণ নারী-পুরুষ মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় দুইটি পার্থক্য হচ্ছে লজ্জাস্থান এবং স্তন। এটা তাদের একটি জন্মগত ত্রুটি যা হরমনের কারণে ঘটে থাকে। আর এর জন্য অবশ্যই তাকে দোষারোপ করা যাবে না এবং তাকে ঘৃণাও করা যাবে না কারণ অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের মতো সেও একটি ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে আর এর উপরে কারই হাত নেই; বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই এমন হয়েছে। অতএব এটাকে তাকদির হিসেবে মেনে নিয়েই আমাদেরকে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ﴾

"আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"[৬১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾

"অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৬২]

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

[৬১] *সূরা আশ্ শূরা- : ৪৯।*
[৬২] *সূরা আশ্ শূরা- : ৫০।*

পরীক্ষার জন্য হারূত মারূত...

[২৪ পৃষ্ঠার পর]

এ গল্পগুলো মূলত ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী। তবে কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থে এগুলো হাদীস হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ক সকল হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল বা জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদের কারণে কয়েকটি বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনেক মুহাদ্দিস সবগুলোই জাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা কুরতুবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল গল্প ফেরেশ্‌তাগণ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত। ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অনেক ধর্মে ফেরেশ্‌তাগণকে মানবীয় প্রকৃতির বলে কল্পনা করা হয়। তাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত শক্তি আছে বলেও বিশ্বাস করা হয়। ইসলামী বিশ্বাসে ফেরেশ্‌তাগণ মানবীয় প্রবৃত্তি, নিজস্ব চিন্তা বা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র। তাঁরা মহান আল্লাহকে কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা মহান আল্লাহর কোনো কর্ম বা কথাকে চ্যালেঞ্জ করবেন এরূপ কোনো প্রকারের প্রকৃতি তাদের মধ্যে নেই। কাজেই এ সকল কাহিনী ইসলামী 'আক্বীদা বিরোধী।

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু কাসীর ও অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস সকল বর্ণনা একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার ভিত্তিতে বলেছেন যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কোনো প্রকার হাদীস সহীহ বা নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। তাঁর নামে বর্ণিত এ বিষয়ক হাদীসগুলো জাল। তবে সাহাবীগণ থেকে তাঁদের নিজস্ব কথা হিসাবে এ বিষয়ে কিছু কিছু বর্ণনার সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। একথা খুবই প্রসিদ্ধ যে এ সকল বিষয়ে কোনো কোনো সাহাবী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী শুনতেন ও বলতেন। সম্ভবতঃ এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতেই তারা এগুলো বলেছেন। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

তথ্যসূত্র : *হাদীসের নামে জালিয়াতি; তাবারী- ১/৪৫১-৪৬৪; কুরতুবী- ২/৪১-৫৩; ইবনু কাসীর- ১/১৩৫-১৪৪; সুয়ূতী ও মুহাল্লী; তাফসীরুল জালালাইন- পৃ. ২২; আল ইলাল- ইবনু আবী হাতিম, ২/৬৯-৭০; কাশফুল খাফা- আল-আজলূনী, ২/৪৩৯-৪৪০; তানযীহ- ইবনু আর্রাক, ১/২০৯-২১০; আল-ইসরাঈলিয়্যাত- মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, পৃ. ১৫৯-১৬৬।*

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস; জাতির গন্তব্য কোথায়?

-মাযহারুল ইসলাম*

বলা হয় "Education is the backbone of a nation", "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"। সত্যিই কি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড? তা বিবেকের কাছে প্রশ্ন! বিজ্ঞজন বলছে- "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" নয়; বরং "সু-শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"। তা যাই হোক। শিক্ষা নিয়ে আমাদের চিন্তার গভীরতা ও দৃষ্টি ভঙ্গি কেমন তা বিবেচনা করা সময়ের যথার্থ দাবি। শিক্ষা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভঙ্গি কেমন ছিল তা খতিয়ে দেখা দরকার।

কেবলমাত্র সু-শিক্ষাই মানুষকে সকল সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহীয়ান করে তোলে। নিকষ আঁধার চিরে "পড়ো"-এর উজ্জ্বল আলোর ফিনকিতে মানুষ গড়ে ওঠে আলোর, সত্যের ও সোনার মানব হয়ে। কবি ওমর খৈয়াম বলেছিলেন- "সূর্য্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সব কিছু পরিস্ফুটিত হয়ে ভাস্বর হয় ঠিক তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সকল অন্ধকার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।"

শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই বল : উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহনের একমাত্র পথ ও পন্থা হলো শিক্ষা। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে শিক্ষাই মানব জীবনকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও সমাজ পরিবর্তনের এক নির্ভীক চির জাগ্রত রাহবার তৈরি করে। শিক্ষা বিহীন জাতি বিকলাঙ্গ, অধম, মৃতপ্রায়। শিক্ষা বিহীন জাতি হলো বর্বর, অবিবেচক। শিক্ষা বিহীন মানুষের রূহ্ তথা আত্মা অসাড় দেহ। মানুষের রূহ্ ছাড়া যেমন শরীরকে মানুষ বলা যায় না ঠিক তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জীবনকে সার্থক, সফল ও পরিপূর্ণ জীবন বলা যায় না। এজন্য চমৎকার কথা বলেছেন সিসরো- "যতই উর্বর হোক, একটা জমি যতক্ষণ কর্ষন দেয়া হয় না ততক্ষণ ফসল দিতে পারে না, ঠিক শিক্ষাও তেমন।" শিক্ষা তথা জ্ঞান সময়, স্থান ভেদে এর চাহিদা, গুরুত্ব ও মর্যাদা সবসময়েই অভিন্ন ও প্রয়োজনীয়। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে- "শিক্ষা ও জীবন আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।" সক্রেটিস বলেছেন- লোহা কেবল যুদ্ধের মাঠেই সোনার চেয়ে দামী।

এজন্য শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং যথার্থ ভূমিকা পালন করা মানে আদর্শ সমাজ ও জাতী গঠনের মূল হাতিয়ার গ্রহণ করা। শিক্ষার ভিত্তি শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবার শিক্ষিত হলে জাতির সন্তান যারা অনাগত ভবিষ্যতের রূপকার, কাণ্ডারী তারা শিক্ষিত, পরিমার্জিত ও সুশাসনের দেশ ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হবে। যেখানে নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা থাকবে। যেখানে দুর্নীতির কালো হাত ভাঙ্গা হবে। যেখানে শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার পাবে। এজন্য পরিবার শিক্ষার বুনিয়াদি ও প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও সামনে চলার সর্বোত্তম যোগান, অনুপ্রেরণা। শিক্ষাবীদগণ পরিবারকেই শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরিবারের সকল সদস্য শিক্ষিত হলে তো কোনো কথাই নেই। কল্যাণে ভরপুর। তবে সবাই শিক্ষিত হোক বা না হোক "মা" শিক্ষিত হওয়া মানে জাতী শিক্ষিত পাওয়া। শিশুর শিক্ষার বুনিয়াদি ভিত্তি ও হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছেই। এজন্য শিক্ষিত মা একটা পরিবারের জন্য অতীব জরুরি। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন- Give me a good mother. I will give you a good nation. "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দিবো"।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজকে শিক্ষিত মা যারা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করার ইচ্ছায় দিন রাত ছুটছে, পড়াচ্ছে অথচ সেই আদরের সন্তানকে সু-শিক্ষিত করতে পারছে না। কারণ সন্তানকে শিশু অবস্থায় নৈতিক শিক্ষা তথা রূহের খোরাক দিতে সক্ষম হয়নি আজকের তথাকথিত আধুনিক অভিভাবকবৃন্দ। যারা সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। একজন আদর্শ মা-বাবার জন্য আবশ্যিকীয় করণীয় হলো- সন্তানকে শিশু অবস্থা থেকেই রূহের উন্নতি সাধনের শিক্ষার সবক দেয়া, অতঃপর সেই বুনিয়াদি শিক্ষা শিশুমনে ভিত্তি করে আগামীর জীবনে চলবে অনায়াসে, সৎ, নিষ্ঠাবান ও নির্ভীক আদর্শ নাগরিক হিসেবে। পরিবারের প্রাথমিক পর্যায়ে এটাই বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রিয় পাঠক! আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চারটি স্তর বিদ্যমান। যথা- ১) প্রাথমিক, ২) মাধ্যমিক, ৩) উচ্চ মাধ্যমিক, ৪) উচ্চ শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েই শুরু হয় আমাদের শিক্ষা জীবনের যাত্রা। একটা শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো- হার্ট। হার্ট ছাড়া দেহের যেমন মূল্য থাকে না ঠিক প্রাথমিক শিক্ষা হার্ট সমতুল্য স্পর্শকাতর। প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শিক্ষার ভিত্তি। তাই শিক্ষার এই গোড়ায় পানি ঢালা উচিত। এর উন্নতি সাধন ও উত্তরোত্তর কল্যাণকল্পে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা উচিত।

মনীষীর বক্তব্য- শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোদাই করা ছবি অঙ্কনের মতো স্থায়ী হয়। শিশুমনের নরম জমিনে সু-শিক্ষার বীজ রোপণ করা মানে ভবিষ্যতে সৎ ও সাহসী জাতী গঠনের মূল দায়িত্ব পালন করা। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান যে করুণ পরিস্থিতি তা ভাবলেই গাঁ শিউরে উঠে। ইয়াহূদী

* *অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীস, মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

খ্রিষ্টান আর মালাউন হিন্দুত্ববাদীর আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চরম ক্ষতির সম্মুখীন। ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা। বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করছে, এমনকি বাংলাদেশের শিক্ষা সিলেবাস পর্যন্ত তারা বাদ দিয়ে নিজস্ব সিলেবাস প্রণয়ন করে পাঠদান করছে। তেমনি একটি সংস্থা "ব্রাক"। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা সিলেবাস তৈরি করা হয় দেশের সব কিছু চিন্তা করে, দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সবকিছু সমন্বয় করে সিলেবাস প্রণয়ন করে দেশের শিক্ষা কমিশন। অথচ ব্রাক সব কিছুকে পাত্তা না দিয়ে নিজেই শিক্ষার রাজ্যকে শাসন করার আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার এই ধারা চলমান থাকলে বেশি দিন লাগবে না এ দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চলে যাবে। জাতীর শিক্ষা ব্যবস্থা চরম হুমকির সম্মুখীন হবে। ভবিষ্যতে জাতী অকর্মা, অদক্ষ, অযোগ্য ও প্রায় বিকলাঙ্গ জাতী হিসেবে গড়ে উঠবে। যারা কোনো উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল শক্তি সঞ্চার করবে না। সব মেধাবীকে চালান করে নিয়ে দেশকে করবে মেধা শূন্য। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষার নামে মেধা চালান চালু করেই রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষাসহ দেশের উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত চলছে ছিনিমিনি খেলা। এই দূরভিসন্ধির সূচনা করেছে খ্রিষ্টান মহল। তারা তাদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য টিকে রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় কলকাঠি নেড়ে শিক্ষাকে বিকলাঙ্গ শিক্ষায় পরিণত করে বহুকাল গোলাম বানিয়ে রাখবে বলে তারা গভীর ষড়যন্ত্রের নগ্ন পাঁয়তারা চালাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের মানুষ নামমাত্র স্বাধীন ভূখণ্ডের মালিক হলেও সর্বক্ষেত্রে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, চাই তা রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজরা লেজ গুটিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে লর্ড ম্যাকলের ভাষ্য ছিল–

We must at present do our best to from a class who maybe interpreters between us and millions whom we govern a class of person Indian in blood and colour but English in taste in openion in moral and intellect.

অর্থ : বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা করতে হবে এমন এক জাতি সৃষ্টির লক্ষ্যে, যারা আমাদের ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ জনগণের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করবে। যারা রক্ত, বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু রুচিতে, চিন্তা চেতনায়, নৈতিকতা ও বুদ্ধি বৃত্তিতে হবে ইংরেজ।

যার ফলশ্রুতিতে আমাদের বাঙালি সমাজ ইংরেজদের গোলামীর শিকার। ইংরেজরা মূলত শিকলে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে গোলামী করাতে চায়নি। কারণ এই পদ্ধতিতে যে কেউ গোলামী করতে বাধ্য। তাই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় গোলামী জীবন যাপন করাতে বাধ্য করে। যা আমাদের বাঙালি সমাজ একটুও অনুধাবন করে না।

বৃটিশ মন্ত্রী গ্লাডস্টোন বলেছিল– So long as the Muslim have the Qur'an we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love at it. "যতক্ষন পর্যন্ত মুসলমানেরা কুরআন আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। তাই তাদের থেকে কুরআন কেড়ে নিতে হবে নতুবা তাদের হৃদয় থেকে কুরআনের ভালোবাসা মুছে দিতে হবে।"

এজন্য তারা বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। উদ্দেশ্য ইসলাম শিক্ষাকে মাইনাস করে ধর্মহীন সেকুল্যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে জাতীর বুনিয়াদি শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করা।

দেশের শিক্ষার মূলধারা হলো প্রাথমিক শিক্ষা। অতঃপর পর্যায়ক্রমে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা ভাবনা সুদৃঢ় হয়। কিন্তু এই মূলধারার শিক্ষাকে তারা বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে নাস্তিক্যবাদী ও ছবি মূর্তি আর অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেয়ার মতো শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। যা সত্যিই এই মুসলিম অধ্যুষিত দেশে অবিশ্বাস্য।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে বেশ কয়েকবার। যেমন- ১. ড. কুদরত-এ-খোদা শিক্ষা কমিটি ১৯৭২-১৯৭৪ সাল, ২. কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষা প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৮ সাল, ৩. ড. মজিদ খান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৮৩ সাল, ৪. ড. মফিজ উদ্দিন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৮৭ সাল, ৫. ড. শামসুল হক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৬ সাল, ৬. অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ৭. অধ্যাপক কবীর চৌধুরী জাতিয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০১০ সাল।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে বটে কিন্তু মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের সমাধান আজ অবধি হয়নি। শিক্ষানীতির উপর নির্ভর করে দেশের হালচাল, সততা, উন্নতি, নীতি নৈতিকতার উজ্জবিত শক্তি ও সমাজ সংস্কারের এক মাইলফলক দৃষ্টান্ত।

অথচ দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে, প্রণয়ন একবার নয় একাধিকবার হয়েছে যেখানে সু-শিক্ষার সবক বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি; বরং তার জায়গা দখল করেছে কু-শিক্ষা। যে শিক্ষা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, যে শিক্ষা দেশ ও জাতির দুর্নীতির পথকে উন্মুক্ত করে দেয়, যে শিক্ষা অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেয়, সে শিক্ষা আদৌ কোনো জাতীর জাতীয় শিক্ষানীতি হতে পারে? তা বিবেকবানের বিবেচনা করা সময়ের দাবি।

শিক্ষা কারিকুলামের ভিত্তি যত শক্তিশালী হবে জাতীর অনাগত ভবিষ্যৎ তত বেশি উন্নতি অগ্রগতির ভিত্তি আরো

বেশি মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। জাতীর শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় চাহিদা পূরণের দাবি রাখে ও তা পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যদি কোনো সাম্রাজ্যবাদী কিংবা ভিন দেশীয় শিক্ষা কারিকুলামের সাজে সজ্জিত করা হয় তাহলে তার দ্বারা জাতী সত্যিকারঅর্থে কখনোই সাফল্য ও উন্নতি ও জাতীয় জীবনে সমাজ সংস্কারের আদৌ কোনো অবদান রাখতে সচেষ্ট হতে পারবে না। শুধু তাই নয় ভিন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের উন্নতির অন্তরায়ের মাঝেও জাতীয় স্বদেশী সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে পদদলিত করবে এবং সেই সাথে ভিন দেশীওদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে কোনো কার্পণ্য করবে না। এজন্যই ইয়াহূদী খ্রিষ্টান মহল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নাক গলিয়েছে। একক আধিপত্য বিস্তার করতে তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর পরিকল্পনা করে তাদের মতো করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উৎস “ওহী”। জাতীয় জীবনের উন্নতি ও এক সফল, সার্থক সমাজ জাতীকে উপহার দেয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষা প্রথমেই আত্মা ও রূহের উন্নতি সাধনের জন্য “পড়ো” শব্দের উপর ভিত্তি করে তাওহীদের গুরুত্ব, পরকালমুখী জাতি এবং এই ঠুনকো দুনিয়ার তুচ্ছতার উপর আখিরাতকে পেশ করে সৎ নির্ভীক জাতির প্রত্যাশা করে মূলতঃ ইসলাম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন–

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ﴾

অর্থ : “কোনো ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, ‘আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও’; বরং তিনি বলবেন, ‘তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন করো’।”[৬৩]

আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ চিত্র। ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করে জাতীকে সীমাহীন ক্ষতির দিকে ঠেলা দেয়া হচ্ছে। যা সময়ের ব্যবধানে সকলে বুঝতে পারবে। আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের কথা ভুলিয়ে বস্তুবাদী, ভোগবাদী শিক্ষার প্রতি লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে আজকের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায়। সন্তানকে শিশু বয়স থেকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টান্ত পেশ করছে সুদী, মুনাফাভিত্তিক গনিতের মাধ্যমে। প্রবন্ধ, ছড়া আর গল্পে মিথ্যার জগাখিচুড়ী নিয়ে কচি বয়সের ছাত্র ছাত্রীর ফ্রেস মস্তিষ্ককে ধোলাই দিচ্ছে আজকের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা।

মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি (Theory of evolution) তথা বিবর্তন বাদ মতবাদ বর্তমান শিক্ষা সিলেবাসের অন্যতম অংশ। চিন্তা করুন! মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি। মানুষের আদি পিতা বলতে বানর। আমরা বানরের সন্তান! ভাবতে অবাক লাগে “ডারউনের” এই পঁচা মতবাদ খোদ ইয়াহূদী খ্রিষ্টান মহলেই মানতে পারেনি; বরং এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে অথচ আমরা শিক্ষা সিলেবাসে এমন পঁচা মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করছি কোন বিবেকে? সত্যিই লজ্জার বিষয়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন ষড়যন্ত্র সেটাও সবার জানা। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বস কি এমনিতেই হবে। যদি তার যথেষ্ট কারণ না থাকে তাহলে তো আর এমনি এমনি ধ্বস নামবে না। জ্বি, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেবাস নির্ধারণে প্রায় সব সদস্য হিন্দু নিযুক্ত হওয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র ছাত্রীর চাহিদা ও আবদার পূরণে যথেষ্ট অভাব ও ঘাটতি থেকে যায়। প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া ছাড়াও প্রায় সকল পড়াতেই হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ছাপ থাকে ফলে মুসলিম ঘরের ছেলে মেয়ে নামমাত্র মুসলিম পরিচয় দেয় আর তার মাথায় ভর করে পাঠ্যবইয়ের সেই হিন্দুয়ানী রসম রেওয়াজ, দেবী প্রতিমার। মুসলিম কবি সাহিত্যিকের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প আজ আর সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বাংলার বিদ্রোহী কবির উপাধি পেয়েই ক্ষ্যান্ত হতে হলো; দেশের জাতীয় শিক্ষানীতির সিলেবাসের সীমানায় আসার সুযোগটা তাই বুঝি হারিয়েছে! যেহেতু তিনি কারো তেলবাজি করতে পারেনি তাই পিছনেই থাকতে হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রটা এমনই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, তার বাস্তব কিছু নমুনা পেশ না করে পারছি না। পাঠক মহল একটু চিন্তা করবেন আর বিবেকের কাছে প্রশ্ন করবেন জাতীর শিক্ষা ব্যবস্থা যদি এমন শোচনীয় হয় তাহলে এই জাতির দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি আশা করতে পারে– ১) কোনো এক কবি, সাহিত্যিক লিখেছেন– “যদি মরণের পরে কেউ প্রশ্ন করে, বলব আমি বাঙালি”। ২) “প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ”। ৩) ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ৪) একটি স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রণি...! ৫) “তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে তবেই বাসা ফিরব, লক্ষ্মী মা! রাগ করো না, মাত্র তো আর কটা দিন”।

এছাড়াও ঈমান বিধ্বংসী ছড়া, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে ভরপুর আজকের শিক্ষা সিলেবাস। ফলে একদিকে যেমনিভাবে ঈমান নষ্ট হয়ে কুফরীতে নিমজ্জিত হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে চারিত্রিক গুণাবলী ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য

[৬৩] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৭৯।*

যৌনতা সুড়সুড়ি দেয়ার মতো গল্প, কবিতা ও উপন্যাসও সিলেবাসে নতুন মাত্রায় যুক্ত আছে। ক্লাশে তো ফ্রি মিক্সিং আছেই। এমনকি বয়ঃসন্ধি কাল, মাসিক পিরিয়ডসহ অপ্রীতিকর লজ্জাজনক বিষয়গুলোর স্পেশালভাবে সবাই ফ্রি মাইন্ডে পাঠদান করার জন্য উৎসাহিত করছে। ছেলে মেয়ের একসাথে শিক্ষায় তরুণ প্রজন্মের বর্তমান জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে। ফলে যৌনচর্চা ও যৌন পরিতৃপ্তির এক অশ্লীল প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে নৈতিকতার সব বাঁধন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ইংরেজদের এই শিক্ষা ধারায় নীতিহীন ও চরিত্রহীন জাতী গঠনের যে শিক্ষা প্রনয়ণ করে দিয়েছে তার গোলামী এখন পর্যন্ত চলছে। এই গোলামীর দিন কবে শেষ তা বলা মুশকিল। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের শিক্ষা সমস্যা বিজ্ঞজনরা ভালো করেই অবগত আছেন। বস্তুবাদী, ভোগবাদী শিক্ষা মানুষকে শুধু উদর পূর্তি করতেই বলে। খাও দাও ফুর্তি করো! সবক দেয়। আর এই সবক পেয়ে দুনিয়া পূজারীরা ন্যায় অন্যায়ের পথ বাচ বিচার না করে দুনিয়া, দুনিয়া বলে ছুটছে। নিজের হাতে সন্তান বাবা মাকে হত্যা করছে, আগুনে পুড়াচ্ছে, মৃত্যুর সময় জানাযায়ও সন্তানকে পাচ্ছে না অথচ সেই সন্তানের শিক্ষার জন্য ঐ অভিভাবকগণ কত টাকা পয়সা আর ত্যাগ বিসর্জন দিয়েছে। পরিশেষে ফলাফল জিরো। কারণ বস্তুবাদী শিক্ষা।

ধর্মীয় শিক্ষা কখনোই কাউকে অমানুষ বানায় না; বরং অমানুষকে মানুষ বানায়। বাংলাদেশের মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের ২০১৫ সালের এক জরিপে জানা যায়– দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি নাজুক পরিস্থিতি- ঢাকার এক স্কুলের ৯ম শ্রেণির মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাশ রুমে বসে পর্ণোগ্রাফী দেখার সংখ্যা ২৫ জন পাওয়া যায়। পরে প্রধান শিক্ষক মোবাইলগুলো ভেঙ্গে দেয়। এই হলো চলমান শিক্ষার অশুভ দর্শন। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতির রঙে রঙিন করতে ব্রিটিশরা এই শিক্ষা দিয়ে গেছে। যেন এই স্বাধীন জাতি স্বাধীনভাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। তাঁরা যেন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে যুগের পর যুগ। এই মানসে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছুরি চালিয়েছে। আর তার গোলামী করতে হচ্ছে আজও। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে চাইলে প্রয়োজন আজকে বাংলা সাংবাদিকতার জনক খ্যাত মাওলানা আকরাম খাঁ'র দৃষ্টি দর্শন।

ইতিহাস বলছে স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (রাহিমাহুল্লাহ)। পরে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় মাওলানা আকরাম খাঁ। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস সাক্ষী! পাকিস্তান আমলে এটাই ছিল প্রথম শিক্ষা কমিশন।

তাই শিক্ষার এই মূল ধারায় ফিরে না আসা ও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আশা করা মানে উলুবনে মুক্তা ছিটানো ছাড়া আর কিছু না।

আমরা চাই এক উন্নত, মানসম্মত, যোগ্য, সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ জাতি গঠনের শিক্ষা সিলেবাস। যার আদলে জাতী ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার মানদণ্ড নিরুপন করতে পারবে। সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে। সোনালী আলোর আলোয় উদ্ভাসিত হবে মানব মন। সেদিন বেশি দূরে নয় ইন্‌শা-আল্লাহ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঐ স্বার্থান্বেষী মহল থেকে মুক্ত হয়ে আবার সকলে স্বাধীন হবে চিন্তার, বুদ্ধির জগতেও। গোলামের দাসত্ব ছিন্ন হয়ে তাওহীদের শিক্ষায় বলিয়ান হয়ে ইসলাম শিক্ষাই হবে বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনের উন্নতির সোপান ইন্‌শা-আল্লাহ। ❑

জমঈয়ত সংবাদ

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সভা

গত ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার চরগ্রাম খেয়াঘাট আহলে হাদীস জামে মসজিদে বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম। কোন্ডলা শাখা সভাপতি মো. রুহুল আমিন সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। সভায় সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া আগামী জানুয়ারিতে বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. আলতাফ হোসেন, সদর এলাকার জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম, সহ-সেক্রেটারি মো. লুৎফর রহমান, প্রচার সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন, সদস্য মো. শহিদুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, আলমগীর হোসেন, ইদ্রিস আলী, এনামুল কবির, ভাতসালা শাখা সভাপতি মনজুরুল ইসলাম প্রমুখ।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রচার ও গণমাধ্যম বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ রায়হান উদ্দীন গত ২৪ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসাধীন আছেন। তার সুস্থতার জন্য সকলকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন –আমীন।

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ফিলিস্তিনী মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার : মুসলিম উম্মাহ'র দায়িত্ব

–মেহেদী হাসান সাকিফ*

পিতা দু' টুকরো কাপড়ের মধ্যে সন্তানের শরীরের ছিন্নবিচ্ছিন্ন অংশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মা চিৎকার করে কাঁদছেন কারণ সন্তানের দেহের বাকি অংশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুদের লাশ পড়ে আছে খুলি ফেটে চৌচির, কান দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত আর মগজ। অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিন অবৈধ ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইস্রাঈল কর্তৃক হামলার শিকার পরিণত হয়েছে।

যারা অনাহারী অবস্থায় ছেড়া কাপড়ে একটু আশ্রয়ের আশায় ফিলিস্তিনে এসেছিল। সেদিন ফিলিস্থিনিরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে মাথা গুজার ঠাই দিয়েছিল।

আমরা যেহেতু ফিলিস্থিনি মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারতেছি না। এজন্য নিজেদের সাধ্যনুযায়ী সর্বচ্চোটুকু দিয়ে নিজের অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে।

১) ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাইদের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা প্রতিনিয়ত খোজখবর রাখব। তাদের জন্য দু'আ অব্যাহত রাখবো দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্তগুলোতে। ফিলিস্তিন প্রাসঙ্গিক সব ধরণের বই, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, তথ্য, ছবি, লিখা সংগ্রহ করে রাখতে পারি যেন এ থেকে নিজে এবং নিজের পরিবার এবং আশেপাশের মানুষকে সচেতন করতে পারি।

ইখতেলাফি মাসআলার কারণে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি না করে এক মহান আল্লাহর গোলাম এবং একই নবীর উম্মত হিসেবে সবাইকেই উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় জোর দিতে হবে। আমরা মুসলিমরা যখন ইখতিলাফি মাসয়ালা নিয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ, হানা-হানির মতো, অন্তকলহে লিপ্ত। তখন অমুসলিমদের হাতে নির্যাতীত হয়ে মুসলমানদের কান্নার আহাজারিতে ভারী হচ্ছে, কখনো সিরিয়া, কখনো ফিলিস্তিন আবার কখনো কাশ্মীর আরাকানের আকাশ-বাতাস।

অর্থনৈতিকভাবে মুসলিমদের স্বাবলম্বী হতে হবে :

২) পৃথিবীর একমাত্র ইয়াহূদী দেশ ইস্রাঈল। ব্যবসায়িক দিক থেকে এরা অনেক শক্তিশালী একটি দেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের ব্যবসার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একজন মুসলিম হিসেবে ইস্রাঈলী পণ্য বর্জন ঈমানের দিক থেকে অবশ্যই ঈমানী দায়িত্ব। কেননা আমরা যখন তাদের পণ্য বয়কট করব তখন তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইস্রাঈল যেহেতু তাদের অর্থনৈতিক আয়ের একটি অংশ ফিলিস্তিনের মুসলিম নিধনে ব্যবহার করছে। আমরা তাদের পণ্য বয়কট করলে তারা মুসলিমদের উপর দমন-নির্যাতন করা থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হবে। কেননা সারা পৃথিবীতে দুইশ' কোটির উপর মুসলিম রয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রথমতঃ আলেম-উলামাকে জুমু'আর মিম্বার, ওয়াজ-মাহফিলের বক্তৃতায়, ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ এবং মুসলিম ব্যবসায়ী ভাইদের কাছে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। এছাড়াও পণ্যের ব্যবহারকারী হিসেবে নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নিজ অবস্থান থেকে ইস্রাঈলী পণ্যের ব্যবহার বাদ দিয়ে বিকল্প পণ্য ব্যবহার করতে হবে।

ইয়াহূদীদের প্রোডাক্ট বর্জন করার সময় সবচাইতে কমন কাউন্টার আরগুমেন্ট দাঁড় করানো হয়, "তাহলে ফেইসবুক ব্যবহার করেন কেন?" –এই প্রশ্নটা উত্থাপনের মাধ্যমে। এর জবাবে কিছু লিখছি।

দেখুন : যিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, তার মূল লজিক এমন যে, বর্জন করলে ইয়াহূদীদের সকল প্রোডাক্ট বর্জন করতে হবে, নয়ত কোনোটাই করা উচিৎ নয়। বর্জনের এই নীতি কোন স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে বানানো, আমার জানা নেই। হ্যাঁ, কেউ যদি সবকিছু বর্জন করতে পারে সেটা তো সবচেয়ে ভালো। কিন্তু না পারলে, বা না করলে কোনো কিছুই করা উচিৎ না –এটা তো কোনো যুক্তি হতে পারে না।

মনে করুন, একজন অনেক খারাপ কাজ করে। একসময় সে ঠিক করলো, আজ থেকে খারাপ কাজগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে দিবে এবং এই প্রতিজ্ঞা পূরণের শুরুতে সে ঠিক করলো, আজ থেকে সে আর মদ খাবে না। এখন এই মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলে তাকে কি বলা যাবে যে, "আপনি মদ খাওয়া ছাড়লেন কেন? আপনি তো ঠিকমতো নামায পড়েন না। যখন সব খারাপ কাজ ছাড়তে পারবেন, তখন গিয়ে মদ খাওয়া ছাড়বেন।" এটা কি কোনো

** ইসলামবিষয়ক লেখক ও প্রাবন্ধিক। বিএ অনার্স, (সম্মান) প্রথম শ্রেণী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাস্টার্স শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত।*

ন্যাশনাল রেস্পন্স হলো? নাকি এর জন্য সে এপ্রিসিয়েশন ডিজার্ভ করে; বরং আপনি তাকে বলতে পারেন, “মাশা-আল্লাহ, মদ খাওয়া ছেড়েছেন, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে আস্তে আস্তে বাকি খারাপ কাজগুলোও ছেড়ে দেয়ার তাওফীক্ব দান করুন।”

“ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইস্রাঈলের হামলার প্রতিবাদে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এতে মিসর, জর্ডান, কুয়েত এবং মরক্কোর সাধারণ মানুষ ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন। যার প্রভাবে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা পণ্যের বিক্রিতে ধস নেমেছে।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিনিধি কয়েকদিন আগে মিসরের রাজধানী কায়রোতে ম্যাকডোনাল্ডসের একটি রেস্টুরেন্টে যান। সেখানে তিনি দেখতে পান খালি রেস্টুরেন্টটি পরিষ্কার করছেন একজন কর্মী। রয়টার্সের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কায়রোতে অন্যান্য পশ্চিমা ফাস্টফুড চেইনের শাখাগুলোও এখন খালি অবস্থায় থাকছে।

বড় পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলো এখন মিসর ও জর্ডানে বয়কটের সবচেয়ে বড় প্রভাবটি টের পাচ্ছে। ধীরে ধীরে এখন এটি কুয়েত এবং মরক্কোতে ছড়াচ্ছে। তবে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে বয়কটের তেমন প্রভাব পড়েনি।

যেসব ব্র্যান্ডের পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে, সেগুলো মূলত ইস্রাঈলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এমনকি কয়েকটি ব্র্যান্ডের সঙ্গে ইস্রাঈলের অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকার অভিযোগও রয়েছে।[৬৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মাহাদী হাসান ইস্রাঈলী পণ্য বয়কটের বিষয় ওনার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন : বয়কট জালিমস পণ্য।

‘পণ্য বয়কট’ কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে?

আমাদের মাঝে অনেকেই এখনো মনে করেন পণ্য বয়কট করে কিছুই হবে না। এগুলো কেবলই জোকিং থট। একসময় আমার কাছেও তাই মনে হতো। কিন্তু এই চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে এবারের পণ্য বয়কটের প্রভাব দেখে। আমি আমাদের মসজিদে সেদিনের জুমু‘আর আলোচনায় যে পাঁচটি কাজ আমাদের করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম, সেখানে একটি ছিল যথাসম্ভব জালিমদের পণ্য বয়কট করা এবং তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক না রাখা (কেনা-বেচা না করা)। আমাদের এখানে মুসলিম কমিউনিটি বেশ বড়। আলহামদুলিল্লাহ অধিকাংশই এটাকে স্বাদরে গ্রহণ করেছে। অনেকেই এখন আর দৌড় দিয়ে স্টারবাকস কিম্বা ম্যাকডোনাল্ডসে ঢুকে যায় না, চিন্তা করে। কেনাকাটার সময় হিসেব করে কার পণ্য কিনছে।

মসজিদের বিভিন্ন গ্রুপে পণ্যের তালিকা শেয়ার করে সবাই বয়কটের চেষ্টা করছে। কেবল এখানেই নয়, প্রায় পুরো আমেরিকাতে পণ্য বয়কটের উদ্যোগ স্বাদরে গ্রহণ করছে অধিকাংশরাই। স্টারবাকসের কফির বিক্রি কমে আসছে, ম্যাকডোনাল্ডসের বিক্রি কমে আসছে, কোক-পেপসির সেল কমছে, মোটামুটি নিত্যপণ্যের সবগুলোরই বিক্রি কমে আসছে।

পণ্য বয়কটে সবাই যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে। এখন মেজর ডিসকাউন্ট দিয়েও আগের মতো ভিড় হয়ে থাকা পরিমাণের কাস্টমার পাচ্ছে না। তার মানে হলো– পণ্য বয়কট ডেফিনিটলি ম্যাটারস। পুরো বিশ্বে এভাবে পণ্য বয়কট চলতে থাকলে কোম্পানিগুলোর বার্ষিক বেনিফিটে ঘাটতি আসবে। এটাই দরকার আমাদের।

আর দেখুন, আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই জালিমদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, মাজলুমদের পক্ষে আছেন; অথচ জেনে না জেনে ঠিকই কোক-স্টুডিওর কনসার্ট আয়োজন করে ভরিয়ে ফেলছেন। ভাই রে, এই বিষয়গুলো খেয়াল না করলে ঈমানের জোরটা দেখাবো কোথায়। আমরা তো আর সরাসরি যুদ্ধ করতে যেতে পারছি না, আমাদের তো আর কিছু করার সুযোগও নেই। যতটুকু করার সুযোগ আছে, ততটুকু অন্তত করার চেষ্টা করা তো উচিত তাই না?

যারা এখনো ভাবছেন পণ্য বয়কট করে কিছু হবে না, এক মাস বয়কট করে দেখুন, ফলাফল চোখের সামনেই দেখতে পাবেন। মৌলিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এসব পণ্যের নীচের কোম্পানীগুলো এবং তাদের পণ্য পরিপূর্ণ বয়কটের পক্ষে। ১. Unilever, ২. Nestlé, ৩. Coca-Cola, ৪. Pepsi, ৫. Johnson's। এর বাইরে এবারের গণহত্যার সময় নীচের কোম্পানীগুলোও তালিকায় যুক্ত হয়েছে নতুন করে– ✓ McDonald, ✓ KFC, ✓ STARBUCKS, ✓ L'Oréal, ✓ Nivea, ✓ Vasline, ✓ Carrefour।

এই কোম্পানিগুলোর অনেকেই সরাসরি ইস্রাঈলের সামরিক খাতে অনুদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত অথবা তারা ইস্রাঈলের অগ্রাসন নীতির সুস্পষ্ট পৃষ্ঠপোষক। জোরপূর্বক অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বিশেষ ইকোনমিক জোনে এদের প্রায় সবারই কারখানা অথবা অফিস বিদ্যমান। এর বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ ইন্টারনেটে বিদ্যমান। আগ্রহীরা যাচাই করে নিতে পারেন।

✓ আমাদের দেশের মানুষ কোমল পানীয় হিসেবে পেপসি, কোকাকোলা, সেভন-আপ, স্পারইট ইত্যাদিতে গ্রহণে

[৬৪] *Dhakapost News-23th November, 2023।*

অনেক বেশি অভ্যস্ত। এসব কোমল পানীয় কোম্পানিগুলোর শুধুমাত্র বাংলাদেশেই প্রতিমাসে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। আমরা বয়কট করলে তারা ফিলিস্তিন ইস্যুতে শক্তভাবেই মুসলমানদের পক্ষ নিতে বাধ্য হবে নিজেদের ব্যবসায়িক ক্ষতি পূরণের জন্য।

✓ শীতের ক্রিম, লোশন, মেয়েদের ক্রিমের জন্য ইউনিলিভার কোম্পানির উপর নির্ভরশীল। একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই এগুলো বয়কট সম্ভব। এর বিকল্প বহু দেশীয় পণ্য আছে।

যারা উপরের পণ্যগুলোর বিকল্প খুঁজছেন তাদের জন্য নিচের এই তালিকা–

১. লাক্স/লাইফবয়/ডাভ সাবানের পরিবর্তে– মেরিল, কেয়া, স্যানডেলিনা।

২. হুইল সাবানের বদলে– তিব্বত ৫৭০, তিব্বত বল সাবান, চাকা, আলমের পঁচা সাবান।

৩. সার্ফ এক্সেল/এরিয়েলের বদলে– ফাস্টওয়াশ তিব্বত, চাকা, ফাস্ট ওয়াশ, মিনিস্টার, জেট ডিটারজেন্ট পাউডার, ম্যাক্স ওয়াশ, কেয়া, আকিজ গ্লো ডিটারজেন্ট পাউডার।

৪. ভিমের বদলে– স্মার্ট পাওয়ার।

৫. পেপসোডেন্ট/কোলগেট, ক্লোজাপের বদলে– White plus, Medi plus, Sensodyne, Meswak।

৬. সানসিল্ক-এর বদলে– মেরিল/কিউট শ্যাম্পু।

৭. ভেজলিন/ফেয়ার এণ্ড লাভলী/ডাভ লোশনের পরিবর্তে– মেরিল রিভাইভ লোশন, মেরিল বেবী লোশন/তিব্বত লোশন।

৮. পাউডারের জন্য মেরিল বেবী পাউডার, মেরিল রিভাইভ ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করা যায়।

৯. ভ্যাজলিন পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে– তিব্বত পমেড, তিব্বত পেট্রোলিয়াম জেলী, মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলী।

১০. তাসমেরী, তাসমেরী আনিকা প্লাস, জুই, গন্ধরাজ, হেয়ার ওয়েল দেশী তেল।

১২. ম্যাগি নুডলস এর পরিবর্তে– মি. নুডলস/কোকোলা নুডলস।

১৩. সেভেন আপ/পেপসি/কোকাকোলার পরিবর্তে– ক্লেমন/মোজো।

১৪. লিফটন/তাজা চা পাতার বদলে– সিলন/ইস্পাহানী মির্জাপুর চা।

১৫. নিডো গুড়া দুধের বদলে– মার্কস/স্টার শিপ/নাম্বার ওয়ান।

১৬. ট্যাং-এর বদলে– প্রমি ট্যাংক আছে।

১৭. Powder- Meril, Revive স্কয়ারের প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারেন। টুথপেষ্ট, সাবান, অলিভ অয়েল, লোশন সবই আছে।

** আসলেই একজন ক্রেতা/ভোক্তা যদি ইস্রাঈলী পণ্য বয়কট করেন তাহলে কিন্তু বাহ্যত কোনো ক্ষতিই পরিলক্ষিত হয় না। ধরে নিলাম সারা বিশ্বে কেবল আপনি/আমি একজনই মাত্র একটা পণ্য বর্জন করলাম। তাতে পণ্যের উৎপাদনে যেমন হেরফের হবে না, তেমনই লাভেও না।

তবে তাত্ত্বিকভাবে কিছুটা লোকসান হবেই তা যতই ক্ষুদ্রতর হোক, হয়ত দশমিকের পর আরো ৫০টি শূণ্য যোগ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত শতাংশ পরিমাণ। (আমি হিসাবে অভিজ্ঞ নই, তাই কেবল আনুমানিক একটা সংখ্যা দিলাম। তাছাড়া এসব পণ্যের উপরও নির্ভর করে)।

মোটকথা হচ্ছে– যাররা পরিমাণ হলেও ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে যদি বিশাল একটা অংশ ত্যাগ করে, তবে ক্ষতির সে শতাংশ বাড়তে থাকবে, তার প্রভাব উৎপাদনেও পরতে বাধ্য। অনেকটা বিন্দু বিন্দু জলে সাগরের মতো। এক ফোটা কমলে কোন কিছুই কমে না, কিন্তু যদি এক ফোটা ফোটা করে কমতে থাকে একসময় পরিবর্তন চোখে পড়বেই।

এখন, আমার ক্ষমতা তো অতটুকুই নাকি? আল্লাহ তা'আলা আমাকে তো ১% বা ৫০% ক্ষতি করার সামর্থ্য দেননি। ফলে সেটা না করতে পারার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাও করবে না। কিন্তু আমার সামর্থ যতটুকু, ততটুকু যদি না করি, জিজ্ঞাসিত আমিই হব। আপনি না। প্রিয় ভাই, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে– কার কতটা ক্ষতি হলো– তা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে– আমার দায়িত্ব আমি কতটুকু পালন করলাম। কীভাবে আমার ঘৃণা প্রকাশ করলাম।

আচ্ছা এটা কি সম্ভব যে, যার দ্বারা আমার ভাই-বোন অত্যাচারিত হলো আমি তার দোকান থেকেই চাল কিনে খাই। শুনতে কেমন লাগল। কেউ যদি এমন করে আপনি তাকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানাবেন, তাই না? পণ্য বয়কটের মূল উদ্দেশ্য এখানেই। ক্ষতি কতটুকু কে হলো সেটা গৌণ বিষয়। হ্যাঁ আর্থিকভাবেও এই প্রতিবাদ কার্যকরী যদি সকলে মিলে এই কাজ করা যায়। আর এটা অসম্ভব কিছুও না। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে অতীতেই। আমরা মুসলিমরা যদি একটু ঈমানের চোখ দিয়ে তাকাই তাহলেই সম্ভব। আর কে না জানে, ইয়াহূদীদের জোর অর্থের কারণেই। ফলে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তারা তাদের পলিসি পাল্টাতে বাধ্য।

দেশীয় পন্য ব্যবহার করি!

বাংলাদেশকে সচল রাখি!

তবে বাংলাদেশি কোম্পানীর মালিক ভাইদের কাছে আবদার রাখি– আপনারা প্রতিটি প্রোডাক্টের মান ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন। ভেজাল মুক্ত প্রোডাক্ট সেল করবেন। ❑

সূচীপত্র

নিভৃত ভাবনা

নতুন বছর ও আমাদের অঙ্গিকার

মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার★

দিন যায় দিন আসে। মাস যায় মাস আসে। বছর ঘুরে নতুন বছর আসে। একটা আশা পূরণ হয় নতুন আশা আকাঙ্খা মনে জাগে। প্রতিক্ষিত প্রহরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষ হয় দিনরাত্রি। এভাবে এক সময় ধ্রুব সত্য বিষয় মৃত্যু এসে কড়া নাড়ে জীবন নামক ঘরের দ্বারে। কি 'আমল করলাম এ সময়ে! একটু দেখার সুযোগ হয়েছে কি পিছন ফিরে? একটু ফুরসত হয়েছে কি রবের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদ পানে ছুটে যাওয়ার? নাকি দুনিয়া দুনিয়া আর দুনিয়া নিয়ে মজে থেকেছি সারাক্ষণ? 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপদেশস্বরূপ কতই না সুন্দর কথা বলেছেন,

اَرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

"ইহকাল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর পরকাল সম্মুখে এগিয়ে আসছে। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি অর্থাৎ- অনুসারী রয়েছে। তবে তোমরা পরকালের অনুসারী হও, ইহকালের গোলাম হয়ো না। কেননা আজ 'আমলের সময়, এখানে কোনো হিসাব নেই। কিন্তু আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে 'আমলের কোনো সুযোগ থাকবে না।"[৬৫]

প্রিয় ভাই! আমাদের মাঝ থেকে চলে গেল পুরো একটি বছর। জীবন নামক বাগান থেকে হারিয়ে ফেললাম আরেকটি বসন্ত। কী করলাম একটু পিছন ফিরে দেখুন তো। ভালো 'আমল করতে পেরেছি তো নাকি পাপের খাতা-ই শুধু পূর্ণ করেছি? আল্লাহ তা'আলা তো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[৬৬] রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, একদিন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে বললেন,

يا محمد عش ماشئت فإنك ميت واعمل ماشئت فإنك مجزى به وأحبب من شئت فإنك مفارقه.

হে মুহাম্মদ! তুমি যতদিন ইচ্ছে বেঁচে নাও তবে জেনে রাখো তোমাকে মরতে হবে। যা ইচ্ছে 'আমল করো তবে মনে রেখ তার প্রতিদান তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাবে। যার সাথে ইচ্ছে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারো তবে জেনে রাখো একদিন তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।[৬৭]

অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٖ مِّن قَبۡلِكَ ٱلۡخُلۡدَۖ﴾

"তোমার পূর্বেও আমি কোনো মানুষকে চিরস্থায়ী করিনি।"[৬৮] তিনি আরো বলেন,

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ لَا يَسۡتَأۡخِرُونَ سَاعَةٗ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ﴾

"আর প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না।"[৬৯]

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

اَغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

"পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; **১.** বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে। **২.** অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে। **৩.** দারিদ্রতার পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে। **৪.** ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে। **৫.** মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।"[৭০]

প্রিয় পাঠক! একটু ভেবে দেখুন তো, কেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? কি ছিল তাঁর অভিপ্রায়?

তিনি তো আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার 'ইবাদত করার জন্যে। সকল তাগূতকে বর্জন করে ইখলাসের সহিত শুধুমাত্র তার দাসত্ব করার জন্যে। যেমনটি তিনি সূরা আল মুলক-এর ২ নং আয়াতে বলেছেন, "তিনি

★ *অধ্যয়নরত, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*
[৬৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১৭।*
[৬৬] *সূরা আল হাশ্‌র : ১৮।*
[৬৭] *হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী সিলসিলাহ্ সহীহাহ্'র মধ্যে হাসান বলেন।*
[৬৮] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩৪।*
[৬৯] *সূরা আল আ'রাফ : ৩৪।*
[৭০] *হকেম- হা. ৭৮৪৬; বাইহাক্বীর শু'আবুল ঈমান- হা. ১০২৪৮; সহীহুল জামে'- হা. ১০৭৭।*

সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য– কে তোমাদের মধ্যে ‘আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।”

যদি আমরা পুরো বছরটিকে মহান আল্লাহর ‘ইবাদত মূলক কাজে লাগিয়ে থাকি তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি না পারি তাহলে মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ইস্তিগফার করি, ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাদের কে ক্ষমা করেন, ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন এবং নতুন বছরে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই এ বছরটিকে মহান আল্লাহর ‘ইবাদতমূলক কাজে ব্যয় করব ইন্‌শা-আল্লাহ।

নতুন বছরে যেমন হওয়া উচিৎ একজন মুসলিমের অঙ্গীকার :

১. সর্বদায় আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করে চলা : সাধ্যানুযায়ী পূণ্যের কাজ করা এবং আল্লাহ ও তার রাসূলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা। অর্থাৎ- প্রকৃত মু’মিন হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।”[৭১] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একজন বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে কিয়ামত কখন হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

"مَا أَعْدَدْتَ لَهَا". قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّيْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".

তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বলল : আমি এর জন্য তো অধিক কিছু সালাত, সাওম এবং সাদাক্বাহ্ আদায় করতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালোবাসো তারই সাথী হবে।[৭২]

২. ‘আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ করা :

এক. সঠিক ‘আক্বীদাহ্ পোষণ করা ইসলামের যাবতীয় কর্তব্যসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। রাসূল (ﷺ) বলেন : “আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।”[৭৩]

দুই. ঈমান সাধারণভাবে সমস্ত দ্বীনে ইসলামকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর ‘আক্বীদাহ্ দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দু’টি বিষয় তথা অন্তরের অবিমিশ্র স্বীকৃতি ও ‘আমলে তা যথার্থ বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করে।

তিন. ‘আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ তথা শির্ক এমন ধ্বংসাত্মক যে পাপী তাওবাহ্ না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

চার. ‘আক্বীদাহ্ সঠিক থাকলে কোনো পাপী ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে না; বরং এক সময় মুক্তি পাবে। দলিল : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে তাকেও শেষ পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।”[৭৪] অর্থাৎ- সঠিক ‘আক্বীদার কারণে একজন সর্বোচ্চ পাপী ব্যক্তিও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থানের পর জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

পাঁচ. ‘আক্বীদাহ্ সঠিক না থাকলে সৎ ‘আমলকারীকেও জাহান্নামে যেতে হবে। যেমন- একজন মুনাফিক্ব বাহ্যিকভাবে ঈমান ও সৎ ‘আমল করার পরও অন্তরে কুফ্‌রী পোষণের কারণে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। একই কারণে একজন কাফির সারা জীবন ভালো ‘আমল করা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন সে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। কেননা তার বিশ্বাস ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ।

ছয়. সমকালীন মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে ‘আক্বীদার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাদের মাঝে যেমন বহু লোক কবর পূজায় ব্যস্ত, তেমনি লিপ্ত হরহামেশা তাওহীদ বিরোধী ও শির্কী কার্যকলাপে। কেউবা ব্যস্ত নিত্য-নতুন ‘মাহদী’, ‘মাসীহ’ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়। মূর্তিপূজার স্থলে এখন আবির্ভাব হয়েছে শহীদ মিনার, স্তম্ভ, ভাস্কর্য, অগ্নিশিখা, প্রতিকৃতি ইত্যাদি শির্কী প্রতিমূর্তি। এগুলো সবই সঠিক ‘আক্বীদাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞতার দুর্ভাগ্যজনক ফলশ্রুতি। অন্যদিকে ‘আক্বীদায় দুর্বলতা থাকার কারণে মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তাধারা ও লেখনীর মাঝে শারঈ‘ সূত্রগুলোর উপর নিজেদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা এবং বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার নামে কুফ্‌রী বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যুক্তিবাদী ও শৈথিল্যবাদী ধ্যান-ধারণার জন্মও নিচ্ছে যার স্থায়ী প্রভাব পড়ছে পাঠকদের উপর। এভাবেই ‘আক্বীদাহ্ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আমাদের পথভ্রষ্ট করে ফেলছে প্রতিনিয়ত।

৩. যথা সময়ে সলাত আদায় করা : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে

[৭১] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১০২।*
[৭২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১৭১।*
[৭৩] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৭৪] *মুত্তাফাক ‘আলাইহি; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৫৭৯।*

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

কি তাঁর দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তাঁর দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন : এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদহারণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।"[৭৫]

৪. যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾

"তোমরা নামায কায়িম করো, যাকাত দাও।"[৭৬]

৫. রামাযানের সিয়াম পালন করা : আল্লাহ বলেন, "হে মু'মিনগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে।"

৬. আল্লাহ যা হালাল করেছেন সেগুলো হালাল হিসেবে গ্রহণ করা : কেননা রাসূল (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস আহার করো এবং ভালো কাজ করো। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত"[৭৭]। তিনি (আল্লাহ) আরো বলেছেন, "তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! আমি তোমাদের যে সব পবিত্র জিনিস রিয্ক হিসেবে দিয়েছি তা খাও"[৭৮]। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ তিনি করে কবুল করতে পারেন"[৭৯]।

৭. আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন এমন যাবতীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা : এক হাদীসে এসেছে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজের নির্দেশ দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর 'ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, ফার্য সলাত কায়িম করো, নির্ধারিত যাকাত আদায় করো এবং রামাযানের সওম পালন করো। সে লোক বলল : সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কখনো এর মধ্যে বৃদ্ধিও করবো না, আর তা থেকে কমাবও না। লোকটি যখন চলে গেল, নবী (ﷺ) বললেন : যদি কেউ কোনো জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে নেয়।[৮০]

৮. সাধ্যানুযায়ী প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির আযকার করা : কেননা রাসূল (ﷺ) বলেন, পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক অংশ। 'আলহাম্‌দু লিল্লা-হ' মিযানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দিবে এবং "সুবহানাল্লা-হ ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হ" আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবে। 'সলাত' হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। 'সাদাক্বাহ্' হচ্ছে দলিল। 'ধৈর্য' হচ্ছে জ্যোতির্ময়। আর 'আল কুরআন' হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ। বস্তুতঃ সকল মানুষই প্রত্যেক ভোরে নিজেকে 'আমালের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার 'আমাল দ্বারা সে নিজেকে (মহান আল্লাহর 'আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে তার নিজের ধ্বংস সাধন করে।[৮১]

৯. মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তার নিকট আত্মসমর্পণ করা : কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ﴾

"আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো।"[৮২]

১০. পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা : আর কখনো শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে গেলেও তার পরে ভালো কাজ করা এবং মহান আল্লাহর কাছে কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেন,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।[৮৩]

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে ২০২৪ সাল ঈমান ও 'আমলের সাথে অতিবাহিত করার তাওফীক্ব দান করেন এবং ২০২৩ সালে কৃত ভুল-ত্রুটিগুলো তার ক্ষমার চাদর দিয়ে ঢেকে নেন –আমীন। ❑

---

[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৮।*
[৭৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৩।*
[৭৭] *সূরাহ্ আল মু'মিনূন : ৫১।*
[৭৮] *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১৭২।*
[৭৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২৩৬।*
[৮০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫।*
[৮১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪২২।*
[৮২] *সূরা আয্ যুমার : ৫৪।*
[৮৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৮৭।*

কবিতা

তোমার শানিত ধারে

মোল্লা মাজেদ*

*তোমার শানিত ধারে বিক্ষত আমি
তীক্ষ্ণ কাঁটার ঘায়ে সোজা পথ চলি
তোমার কোমল করে অর্পিত হয়ে
বিজয়ের হাসি হেসে
আমি বিজয়ী।
তোমার শুভ্র নীড়ে আমি কীট যেন
এই আছি এই নেই
রূপে বহুরূপী।*

*দিবসের আলাপনে খুঁজে পাই দিশা
তিমিরের ইশারাতে বহু দূরে যাই।
সীমানার বাঁধ ভেঙে আমি চঞ্চল
অজানার যাত্রী আমি
আমি যাযাবর।*

ফিলিস্তিনের শিশু

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

*আমরা ফিলিস্তিনের শিশু!
সদ্যফোটা ফুল,
কী অপরাধ বলো মোদের
কী করেছি ভুল?
দেইনি তোদের পাকা ধানে মই
মুখের অন্ন কেড়ে নিছি! কই?
কেন তোরা বোমা ফেলিস
নির্বিচারে গুলি করিস?
নিষ্পাপের রক্ত এতই স্বাদ!
ভালো লাগে মোদের আর্তনাদ?
ভেটোর বলে করছে তারা
যুদ্ধনীতি ভঙ্গ
বসে বসে তামশা দেখে
পঙ্গু জাতিসংঘ!
ভেটো নামের ফালতু নীতির
মাথায় করি হিশু
আমরা ফিলিস্তিনের শিশু।
ইহুদী জাতির এতই সাহস
করছে মোদের নিঃস্ব;
হাতগুটিয়ে দেখছে বসে
আরব মুসলিম বিশ্ব!
আল্লাহ তুমি জলদি করে
দাও পাঠিয়ে যীশু
ধুকে ধুকে যাচ্ছে মরে
আল-আকসার শিশু!*

[সমাপ্ত]

আল্লাহ ভরসা

মো. গিয়াসউদ্দিন*

*হে আল্লাহ! তোমার নামে সকল প্রশংসা,
তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, তোমাতে সব ভরসা।
সকল রাজত্ব তোমার, সব তোমার সৃষ্টি,
তোমার হাতে সব কল্যাণ, তোমার সু-দৃষ্টি।*

*সবকিছু তোমার পানে করে প্রত্যাবর্তন,
তোমার সৃষ্টি বিশ্বব্রমাণ্ড করো তুমি নিয়ন্ত্রণ।
হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই সব কল্যাণ,
ভালো রাখো, সুখে রাখো, দূর করো অকল্যাণ।*

*হে আল্লাহ! তোমার কাছে করি এ আরাধনা,
দূর করো আমার দুশ্চিন্তা, সব দুর্ভাবনা।
প্রভু! চলতে ফিরতে করি তব প্রশংসা,
ক্ষমা করো পাপ মোর, পূর্ণ করো সব আশা।*

*হে আল্লাহ! আমি যে মানুষ করে থাকি ভুল,
আমি অসহায়, আমার দু'আ করো কবুল।
আমি বিপদগ্রস্ত, হিফাযত করো ঈমান,
দাও বেশি রহমত, বাড়াও মোর সম্মান।*

*ঢাকো আমার দোষত্রুটি অভাব অনটন,
আমি অতি দরিদ্র হাত পাতি সারাক্ষণ।
হে আল্লাহ! সৎ পথে করো মোরে ধাবমান,
রহমতের বারিধারা আমাকে করো দান।*

*সরল পথে ঢেলে দাও তোমার রহমত,
পূর্ণ করে দাও মোরে অফুরন্ত বরকত।
পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর সকল প্রশংসা,
ইহ-পরকালে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভরসা।*

[সমাপ্ত]

---

* বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।
* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
* ৭০২, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা-১২০৬।

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

স্বাস্থ্য সচেতনতা

অতিরিক্ত কাজ নারীদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়

সপ্তাহে কমপক্ষে ৪৫ ঘন্টা কাজ করলে নারীদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। কানাডার বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এক গবেষণা রিপোর্টে এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তবে বিজ্ঞানীদের মতে- ৩০ থেকে ৪০ ঘন্টার কাজে নারীদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা কম। মজার ব্যাপার হলো পুরুষদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। বেশি কাজে পুরুষদের; বরং ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। কানাডার বিজ্ঞানীরা এমনটাই বলছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ডায়াবেটিস রোগ আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে যাওয়ায় এ নিয়ে সেখানে উদ্বেগের শেষ নেই। আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ সালে সে দেশে ৩ কোটি ৩০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। অর্থাৎ- দেশটির ৯.৪ শতাংশ মানুষই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। প্রতিবছর ১৫ লাখ লোক এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সুখের অসুখ বলে কথা! এ রোগটি বেড়ে যাওয়ায় বেড়ে গেছে চিকিৎসা খরচও, অন্যদিকে মানুষের উৎপাদন সক্ষমতা গেছে কমে এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এর একটা বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গবেষকদের মতে- ডায়াবেটিসের কারণে ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৩২ হাজার কোটি ৭০ লাখ ডলারের ক্ষতি গুনতে হয়েছে। এ কারণেই দেশটির নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে টনক নড়েছে। শুরু হয়ে গেছে ডায়াবেটিস নিয়ে ব্যাপক গবেষণার তোড়জোড়। যে গবেষণায় কানাডার বিজ্ঞানীরাও সম্পৃক্ত হয়েছেন।

অধিক কাজে নারীদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে- এমন সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীরা হুট করেই আসেননি, ২০০৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কানাডার ৩৫ থেকে ৭৪ বছর বয়সী ৭ হাজার ৬৫ জন নারী-পুরুষ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তাদের মেডিক্যাল রেকর্ডের উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীরা এমন মতামত প্রকাশ করেছেন। কিছুদিন আগে কানাডার বিজ্ঞানীদের এ গবেষণা রিপোর্টটি ‘বিএমজে ওপেন ডায়াবেটিস রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ার’ নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বিজ্ঞানীরা প্রথমে চারটি গ্রুপে ভাগ করেন : সপ্তাহে ১৫ থেকে ৩৪ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করা নারী-পুরুষদের এক গ্রুপে, ৩৫ থেকে ৪০ ঘন্টা কাজ করা লোকদের আরেকটি গ্রুপে, ৪১ থেকে ৪৪ ঘন্টা কাজ করা লোকদের একটি গ্রুপ এবং ৪৫ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় কাজ করা মানুষদের নিয়ে একটি গ্রুপ করা হয়। তাদের বয়স, লিঙ্গ, তারা কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্ম কোথায়, তাদের লাইফস্টাইল, তারা বিবাহিত কিনা, তাদের ছেলেমেয়ে আছে কিনা, তাদের কখনো কোনো গুরুতর অসুখ হয়েছিল কিনা- এ সমস্ত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে তাদের কাজের ধরণটা কি- গবেষণায় এটাও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

দীঘ ১২ বছর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেল ১০ জনের মধ্যে একজনের মধ্যে টাইপ টু ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। বেশি বয়সী লোকজন এবং স্থুলদেহী লোকদের দেহেই ডায়াবেটিস বেশি ধরা পড়ে। তবে পুরুষ ও নারীদের আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত বিষয়টি লক্ষ্য করলো বিজ্ঞানীরা। দেখলো যে সমস্ত পুরুষ বেশি কাজ করে থাকে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তার উল্টো। সপ্তাহে ৪৫ ঘন্টা বা তারও বেশি কাজ করা নারীদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা ৩৫ থেকে ৪০ ঘণ্টা কাজ করা নারীদের চেয়ে ৬৩ শতাংশ বেশি। মেয়েদের লাইফস্টাইলের সঙ্গেও ডায়াবেটিসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ধূমপায়ী ও অ্যালকোহল গ্রহণকারী নারীদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। *[সূত্র : নিউজউইক]*

মারাত্মক সব রোগের প্রতিষেধক আছে সূর্যের আলোতে

ভিটামিন ডি’র অভাবে বাড়ছে নানা রোগের আক্রমণ। খাবারের পাশাপাশি যার অন্যতম উৎস সূর্যের আলো। ভিটামিন ডি হাড় ও কোষের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ত্বকের জ্বালা কমাতে সাহায্য করে। শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রিটিশ জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রির সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, যাদের শরীরে ভিটামিন ডি’র পরিমাণ কম, তাদের অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ। ৩১ হাজার মানুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাসসহ কিছু অংশ ভিটামিন ডি’র সাহায্যে মন চনমনে রাখতে সাহায্য করে। যাদের শরীরে ভিটামিন ডি কম, তাদের মধ্যে স্ফূর্তিও তুলনামূলকভাবে কম। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের শরীরে ভিটামিন ডি বেশি, তারা ক্যান্সারের সঙ্গে বেশি ফাইট করতে পারেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভিটামিন ডি ১০ শতাংশ বাড়লে ক্যান্সারে সারভাইভালের সম্ভাবনা চার শতাংশ বেড়ে যায়।

ক্লিনিক্যাল ক্যান্সার রিসার্চের জার্নালে উল্লেখিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভিটামিন ডি’র ঘাটতি থাকলে প্রস্টেট ক্যান্সারের বিপদ ৪ থেকে ৫ গুণ বেড়ে যায়। প্রাপ্ত বয়স্করা যদি বেশি মাত্রায় ভিটামিন ডি’র ঘাটতিতে ভোগেন, তাদের

ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার প্রবণতা ৫৩ গুণ বেড়ে যায়। এর সঙ্গে রয়েছে অ্যালজেইমার্সের বিপদ। সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস বা বাতের সমস্যায় যারা ভোগেন, তাদের ৬২ শতাংশের শরীরেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন ডি নেই। যাদের শরীরে ভিটামিন ডি'র পরিমাণ কম, তাদের করোনারি আর্টারি ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ৩২ শতাংশ বেশি।

ভিটামিন ডি'র ঘাটতিতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আড়াই গুণ বেশি। সাইকিয়াট্রিক হেলথের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি'র গুরুত্ব অসীম। রক্তে ভিটামিন ডি কম থাকলে সিজোফ্রেনিয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। ভিটামিন ডি'র ঘাটতি স্নায়ুর সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। ভিটামিন ডি'র অভাব শরীরকে কাবু করে ফেলে যার ফল অসময়ে মৃত্যু।

[সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন]

আহার করুন মেঝেতে বসে : আছে বিস্ময়কর স্বাস্থ্য-উপকারিতা

ডাইনিং টেবিলে বসে যারা লাঞ্চ-ডিনার সেরে থাকেন, তারা বরং ভালোর চেয়ে নিজেদের ক্ষতিই করছেন বেশি। কারণ বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে টেবিল-চেয়ারে বসে খাবার খেলে পেট ভরে ঠিকই, কিন্তু শরীরের কোনও মঙ্গল হয় না; বরং নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যায় বেড়ে।

অন্যদিকে নিচে বসে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো। অনেকের কাছে হয়তো কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু কথাটি সত্য। চলুন তবে দেখে নেয়া যাক সেই কারণগুলোকে, যার কারণে নিচে বসে খাওয়া স্বাস্থ্যকর।

১. হার্টে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় : হাঁটু মুড়ে বসে থাকাকালীন শরীরের উপরের অংশে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায়। ফলে হার্টে কর্মক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে হ্রাস পায় কোনও ধরনের হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও।

২. সারা শরীরে রক্ত চলাচলের উন্নতি ঘটে : আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে প্রতিটি অঙ্গে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছে যাওয়াটা জরুরি। যত এমনটা হবে, তত রোগের প্রকোপ কমবে। সেই সঙ্গে সার্বিকভাবে শরীরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আর যেমনটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে, বাবু হয়ে বসে থাকাকালীন সারা শরীরে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের চলাচল বেড়ে যায়।

৩. স্ট্রেসের মাত্রা কমে : শুনতে আজব লাগলেও একাধিক স্টাডিতে দেখা গেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটিতে বসে থাকলে শরীর এবং মস্তিষ্কের অন্দরে বেশ কিছু পরিবর্তন হতে শুরু করে, যার প্রভাবে স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। ফলে মানসিক অবসাদ তো কমেই, সেই সঙ্গে স্ট্রেসর মাত্রাও কমতে শুরু করে।

৪. দেহকে নমনীয় করে : আমরা যোগব্যায়াম এবং ব্যায়ামের সময় স্কোয়াট এবং পদ্মাসন করার ফলে দেহকে যে ধরনের নমনীয়তা দিতে পারি, নিচে বসে খেলেও একই সুবিধা পেতে পারি। দেহ নমনীয় হলে পিঠে ব্যথা বা মেরুদণ্ডের ব্যথাজনিত সমস্যা দূর হয়। তাই চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়ার চাইতে নিচে বসে খাওয়া ভালো।

৫. শরীর শক্তপোক্ত হয় : মাটিতে বসে খাওয়ার অভ্যাস করলে থাই, গোড়ালি এবং হাঁটুর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে শিরদাঁড়া, পেশি, কাঁধ এবং বুকের ফ্লেক্সিবিলিটিও বাড়ে। ফলে সার্বিকভাবে শরীরে সচলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি নানাবিধ রোগও দূরে থাকে।

৬. হজম ক্ষমতার উন্নতি হয় : যখন আমরা নিচে খেতে বসি তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা পা "ক্রস" করে বসি। এই বসার নাম সুখাসন বা পদ্মাসনের অর্ধেক অংশ। এই আসনগুলো যোগব্যায়ামের সময় ব্যবহৃত হয়, যা আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে উন্নত করতে সাহায্য করে। এছাড়া যারা প্লেট নিচে রেখে খান। তাদের খাওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই পিঠ বাঁকা করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবে প্রতিবার সামনে পেছনে হওয়ার কারণে পেটের পেশীর ব্যায়াম হয় এবং পাকস্থলীর অ্যাসিড বের হয় যা সহজে খাবার হজম করে।

৭. দীর্ঘজীবী হতে সাহায্য করে : অবিশ্বাস্য মনে হলেও নিচে বসে খাওয়ার সাথে দীর্ঘজীবী হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। ইউরোপিয়ান জার্নাল অফ প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজি তাদের একটি গবেষণাপত্রে বলেন, 'নিচে আমরা পদ্মাসনে বসে খেলে আমাদের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি ঘটে, আমাদের দেহের নিচের অংশের নমনীয়তা বাড়ে এবং শক্তিশালী হয়'। তারা তাদের গবেষণায় পান যারা বেশিরভাগ সময় নিচে বসে খান তারা অন্যান্যদের তুলনায় বেশিদিন বাঁচেন।

৮. ব্যথা কমে : বেশ কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে মাটিতে বসে খাওয়ার সময় আমরা মূলতঃ পদ্মাসনে বসে থাকি। এইভাবে বসার কারণে পিঠের, পেলভিসের এবং তল পেটের পেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে সারা শরীরের কর্মক্ষমতা এত মাত্রায় বৃদ্ধি পায় যে সব ধরনের যন্ত্রণা কমে যেতে সময় লাগে না।

৯. ওজন কমায় : নিচে বসে খাওয়ার ফলে আমরা যে আসনে বসি তা আমাদের ওজন কমাতে বেশ সহায়ক। আমরা যখন বসি তখন আমাদের মস্তিস্ক রিলাক্স হয় এবং এভাবে বসে স্বাভাবিকভাবেই আপনি আস্তে আস্তে খাবেন। এতে করে পাকস্থলীতে খাবার হজম হওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়। ফলে আমাদের দেহে মেদ জমতে পারে না।

১০. হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য উন্নত করে : আমরা নিচে বসে পদ্মাসনে বসে খাওয়ার সময় আমাদের দেহের নড়াচড়ার মাধ্যমে দেহে রক্তসঞ্চালনের বৃদ্ধি ঘটে যা চেয়ারে বসে খেলে হয় না। রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি আমাদের শিরা-উপশিরা এবং ধমনীকে সুস্থ রাখে। এতে করে আমাদের হৃৎপিণ্ডও ভালো থাকে। *[সূত্র : বিভিন্ন সাময়িকী]*

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (১) : *আমি একজন রিক্সা চালক। প্রায়ই রাস্তার ধারে প্রস্রাব করতে হয়। এভাবে প্রস্রাব করা বৈধ হবে কি?*

মো. জাহাঙ্গীর আলম
গাইবান্ধা।

জবাব : সহীহ হাদীসে মানুষের চলাচলের রাস্তায়, বসার স্থানে ছায়াদান ও ফলদার বৃক্ষের নীচে এবং আরো কিছু স্থানে পেশাব-পায়খান করতে নিষেধ করা হয়েছে। নবী (ﷺ) বলেন,

«اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : «الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ، أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ».

“তোমরা দু’টি অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অভিশাপের বিষয় দু’টি কী? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করে এবং (২) যে ব্যক্তি মানুষের ছায়াগ্রহণের স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯)*। অতএব হে রিক্সাচালক ভাই! আল্লাহ তা'আলা আপনার রিয্‌কে বরকত দান করুন! রাস্তার উপর পেশাব করা আর রাস্তার ধারে পেশাব করা এক নয়। অর্থাৎ- মানুষের চলাচলের পথ এড়িয়ে গিয়ে রাস্তার একধারে মানুষের চোখের আড়ালে পেশ করাতে কোনো মানা নেই।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***অনেক আগে শুনেছিলাম কি পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই। ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র জানাযায় খুব স্বল্প সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে হয়েছিল– বিষয়টা তথ্যসহ জানালে উপকৃত হব।***

আব্দুল বারী
বোধখানা, যশোর।

জবাব : বিরাট ফিতনা ও গোলোযোগপূর্ণ অবস্থায় ইসলামের তৃতীয় খলীফা যুন্ নূরাইন ‘উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হন। তাই তার সালাতুল জানাযায় মানুষের উপস্থিতি কম হলে হতেও পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো নিশ্চিত ‘ইল্‌ম নেই। তাবুক যুদ্ধের দিন তাঁর দানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন, আজকে পরে ‘উসমান যদি আর কিছু নাও দান করে, তাহলেও তার জান্নাতে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। অতএব তাঁর জানাযায় লোক কম হলো, না বেশি হলো, এটা তার মর্যাদার মানদণ্ড নয়।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *ওযূ করার সময় আযান হলে আযানের জবাব দিতে হবে কি না-কি ওযূ শেষ হওয়ার পর আযানের জবাব দেওয়া শুরু করব?*

মো. ফযলুল করিম
চট্টগ্রাম।

জবাব : ওযূ করার সময় আযান হলে আযানের জবাব দিবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। *[শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)]*

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***সহীহ হাদীস ও আলেমদের বিশুদ্ধ মত অনুসারে যে ব্যক্তি সালাতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়ে না তার সালাত বাতিল। আমি নিজেও এটির উপর ‘আমল করি আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমার প্রশ্ন হলো– শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সালাত আদায়ের পদ্ধতি বইয়ে লিখেছেন– সরব বা উচ্চ কিরআতবিশিষ্ট সালাতে মুসুল্লী যদি ইমামের সূরা আল ফাতিহাহ্ শুনতে পায় এবং না পড়ে তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে। এই মতটি কি সহীহ? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।***

সিয়াম তানযিল
বড় বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

জবাব : নামাযে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

প্রথম মত : ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী কারো উপর সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা ওয়াজিব নয়। এমনকি যেসব নামাযে সরবে কিরআত পাঠ করা হয় এবং যাতে নিরবে পাঠ করা হয়, তাতেও সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা আবশ্যক নয়। ওয়াজিব হচ্ছে নামাযে কুরআন থেকে যা সহজ তাই পাঠ করা। তারা সূরা আল মুয্‌যাম্মিল-এর এই আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ﴾

“অতএব তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ তাই পাঠ করো”– *(সূরা আল মুয্‌যাম্মিল : ২০)*। তাছাড়া নবী (ﷺ) নামায শেখাতে গিয়ে গ্রাম্য লোকটিকে বলেছিলেন,

اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“কুরআন থেকে তোমার জন্য যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে।” *(সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আযান, হা. ৭৫৭, ৭৯৩)*

দ্বিতীয় মত : সরব, নীরব সকল নামাযেই ইমাম, মুক্তাদী, একাকী নামায আদায়কারী সবার জন্যই সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা সালাতের রুকন। এমনকি মাসবূক এবং নামাযের প্রথম থেকে জামা'আতে শামিল ব্যক্তির জন্যও রুকন।

তৃতীয় মত : ইমাম ও একাকী ব্যক্তির জন্য সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা রুকন। কিন্তু মুক্তাদীর জন্য কোনো অবস্থাতেই সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা সালাতের রুকন নয়। যেসব নামাযে সরবে কিরআত পাঠ করতে হয়, তাতেও নয় এবং যেখানে নিরবে কিরআত পাঠ করতে হয় তাতেও নয়।

চতুর্থ মত : ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য সরব বা নীরব উভয় প্রকার নামাযেই সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা রুকন। চাই যেহরী নামায হোক কিংবা সির্‌রী নামায হোক। এমনি সির্‌রী বা যেসব নামাযে কিরআত নিরবে পড়া হয় তাতে মুক্তাদীর উপর সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা রুকন; জেহরী নামাযে নয়।

আমাদের মতে প্রাধান্যযোগ্য মতটি হচ্ছে, সরব, নীরব সকল নামাযে ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সবার জন্যই সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা রুকন বা ফর্‌য। একথার দলিল হচ্ছে নবী (ﷺ)-এর সাধারণ বাণী :

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

"যে ব্যক্তি সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে না তার নামায হবে না"– ***(সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আযান, হা. ৭৫৬, ৯/১৫৬)***। তিনি আরো বলেন,

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ».

"যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করবে না তার সালাত অসম্পূর্ণ।" ***(সহীহ মুসলিম- কিতাবুস সালাত, হা. ৩৮/৩৯৫)***

উবাদাহ্ ইবনু সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী করীম (ﷺ) একদা ফজরের নামায শেষে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন,

«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا : نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

"তোমরা ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাকো? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করো না। তবে উম্মুল কুরআন পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি উহা পাঠ করবে না তার নামায হবে না"– ***(মুসনাদ আহমাদ- ৫/৩১৬, মা. শা., ৩৭/৪১০, হা. ২৩১৮৭; সুনান আবূ দাউদ- কিতাবুস সালাত, হা. ৮২৩, য'ঈফ)***।

এখন প্রশ্ন হলো– ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সালাত আদায়ের পদ্ধতি বইয়ে যেটা লিখেছেন, সে ব্যাপারে আমরা বলবো যে, এটা তার ইজতেহাদ মাত্র। আলেমদের ইজতেহাদ ভুল হওয়ার অবকাশ রাখে।

জিজ্ঞাসা (৫) : কেউ যদি নামায শেষে জানতে পারে যে, কিবলা থেকে সামান্য সরে গিয়ে নামায আদায় করেছে তাহলে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে কি?

আব্দুল্লাহ
খিলগাঁও, ঢাকা।

জবাব : কিবলার দিক থেকে সামান্য সরে গিয়ে নামায পড়লে কোনো অসুবিধা নেই। এই হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে মসজিদে হারামের বাইরে নামায পড়ে। কেননা মসজিদে হারামে সালাত আদায়কারীর কিবলা হচ্ছে সরাসরি মূল কাবা। এজন্যই আলেমগণ বলেছেন, কাবা শরীফ অবলোকন করা যার জন্য সম্ভব হবে, তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মূল কাবা সামনে নিয়ে নামায পড়া। সুতরাং যদি ধরে নেয়া হয়, কোনো লোক মাসজিদুল হারামের ভিতরে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়েছে; সরাসরি কাবাকে সামনে নিয়ে নয়, তাহলে তার নামায বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

"তোমার মুখমণ্ডল মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেদিকেই তোমাদের মুখমণ্ডল ফেরাবে।" ***(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৪৪)***

কিন্তু মানুষ কাবা থেকে দূরে থাকার কারণে যদি সেটা দেখতে না পায় যদিও সে মক্কায় থাকে তাহলে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে কিবলার দিকে মুখ ফেরানো। এ ক্ষেত্রে মূল কিবলা থেকে সামান্য সরে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না। এই কারণে নবী (ﷺ) মদীনাবাসীদের বলেন,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

"পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে কিবলা"– *(জামে' আত্ তিরমিযী- কিতাবুস সালাত, ২/১৭১, হা. ৩৪২, সহীহ, ৩৪৪)*। কেননা মদীনার অধিবাসীগণ নামাযে দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরান। সুতরাং তা যদি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি স্থানে হয়, তবেই কিবলা ঠিক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যারা পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়ে, তাদের কিবলা হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণের মাঝামাঝি স্থানে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : পালক বা দত্তকপুত্র সাবালক হওয়ার পর, তার পালক মাতা কি তার মাহরাম বলে গণ্য হবে না-কি পর্দা করবে? বিষয়টি দলিলসহ জানতে চাই।

আবির হোসেন
সিলেট।

জবাব : অন্যের সন্তান প্রতিপালন করতে ইসলামী শরীয়তে কোনো বাধা নেই। তবে সন্তান তার পিতার পরিচয়েই পরিচিত হবেন। লোকেরা যখন যায়েদ ইবনু হারেসাকে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ বলতে লাগলো, তখন কুরআনে এর জোরালো প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক সন্তানকে তার আসল পিতার পরিচয়ে ডাকতে বলা হয়েছে। সুতরাং কোনো শিশুকে প্রতিপালন করলেই সে প্রকৃত পুত্র হয়ে যায় না। তাই পুষ্য বা পালক পুত্র সাবালক হওয়ার পর তার সম্মুখে ইসলামী পর্দার বিধান প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ- পরিবারের সমস্ত বালেগা মহিলা তার সাথে পর্দা করবে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : স্বামী ও স্ত্রী গার্মেন্টস-এ চাকুরি করা যাবে কি? সেই উপার্জিত টাকা হালাল হবে কি?

মো. জাহাঙ্গীর আলম
গাইবান্ধা।

জবাব : জীবিকা নির্বাহ করার জন্য যে কোনো হালাল চাকরি বৈধ। এমনকি পোশাক শিল্পে চাকরি করাতেও কোনো বাধা নেই। তবে মহিলাদের চাকরি করার মধ্যে যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে যেখানে বাদ দিয়ে নিরাপদ পরিবেশে চাকরি করবে।

জিজ্ঞাসা (০৮) : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর সন ও তারিখ সম্পর্কে জানতে চাই। অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন।

নাজমুল ইসলাম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : **মৃত্যুর দিন :** রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, তিনি সোমবার দিন মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বুধবার মারা গেছেন মর্মে ইবনু কুতাইবার বর্ণনা সঠিক নয়। তবে এর দ্বারা যদি তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাফন করা বুঝিয়ে থাকেন তাহলে ঠিক আছে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, তিনি ১১ হিজরিতে মারা যান।

মৃত্যু মাস : এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এ মাসের নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে– **১.** অধিকাংশ আলেম বলেছেন : রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ। **২.** খাওয়ারেযমি বলেছেন : রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ। **৩.** ইবনুল কালবি ও আবূ মিখনাফ বলেছেন : রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ। সুহাইলি ও হাফেজ ইবনু হাজার এ মতের দিকেই ঝুঁকেছেন।

তবে অধিকাংশ আলেমের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এগারো হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন। ***(দেখুন : সুহাইলি প্রণীত "আর-রওদুল উনুফ- ৪/৪৩৯-৪৪০; ইবনু কাসীরের "আস-সিরাহ আন-নববিয়াহ"- ৪/৫০৯; ইবনু হাজারের "ফাতহুল বারি"- ৮/১৩০)***

জিজ্ঞাসা (০৯) : জনৈক আলেম বলেছেন, যোহরের পূর্বের সুন্নাত একত্রে ৪ রাকআত পড়া য'ঈফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। এজন্য দুই দুই রাকআত করে পড়তে হবে। এ বিষয়ে সংশয় দূর করবেন।

নিযাম উদ্দীন
পরশুরাম, ফেনী।

জবাব : দিবারাত্রির সুন্নাত ও নফল সালাতের ক্ষেত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীসটিই হচ্ছে মূল। তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى».

রাত ও দিনের নফল ও সুন্নাত সালাত হচ্ছে দুই রাকআত দুই রাকআত করে আদায় করা– ***(দেখুন : সুনান আবূ দাউদ- হা. ১২৯৫)***। অর্থাৎ- প্রত্যেক দুই রাকআত পড়ার পর সালাম ফিরিয়ে দেয়া। এটাই হচ্ছে নফল ও সুন্নাত সালাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। তবে কোনো সহীহ দলিলের মাধ্যমে যদি একসাথে চার রাকআত পড়ার কথা বর্ণিত হয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। যোহর সালাতের আগের চার রাকআত একসঙ্গে একসালামে আদায় করার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। তাই উত্তম হচ্ছে মতভেদের দিকে না গিয়ে যোহরের আগেরও সুন্নাত দুই দুই রাকআত করে আদায় করা। কেননা 'ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, তা সহীহ মারফূ হাদীসের ভিত্তিতে হওয়া।

জিজ্ঞাসা (১০) : কোনো ঈমানদার ও দ্বীনদার মহিলার স্বামী বিভ্রান্ত ও পাপাচারী হলে সে কীভাবে তার স্বামীকে বুঝাবে ও সঠিক পথ দেখাবে? দয়া করে জানাবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : কোনো ঈমানদার ও দ্বীনদার মহিলার স্বামী পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে মহিলার প্রথমত করণীয় হচ্ছে, সে নিজে সত্যের উপর অটল থাকবে। সেও তার স্বামীর সাথে পাপাচার ও অশ্লীলতায় গা ভাসিয়ে দিবে না। অতঃপর হিকমত, প্রজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট-পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল রেখে সে তার স্বামীকে বুঝাবে।

জিজ্ঞাসা (১১) : জনৈকা মহিলা তার স্বামীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। ইসলামী শরীয়তে এর শাস্তি কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সদর, গাজীপুর।

জবাব : কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া কাবীরা গুনাহ– ***(শরহুন নববীসহ সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪)***। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪)***।

লাক্বীত্ব ইবনু সাবেরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদিন আমি রাসূল (ﷺ)-কে বললাম, আমার একজন স্ত্রী রয়েছে যে নোংরা কথা বলে ও গালি-গালাজ করে। তিনি বললেন, তালাক দিয়ে দাও। আমি বললাম, তার ঘরে আমার একটি সন্তান রয়েছে এবং সে আমার পুরানো সঙ্গিনী। তিনি বললেন, তাকে উপদেশ দাও। যদি তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে সে তা গ্রহণ করবে। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪২; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩২৬০)***

জিজ্ঞাসা (১২) : সালাফী আলেমদের লিখিত অর্থনীতির উপর অথেন্টিক ও নির্ভরযোগ্য কোনো বইয়ের নাম বললে উপকৃত হতাম?

নুরুদ্দিন
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : বাংলা ভাষায় লিখিত ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু বই– ১. আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী লিখিত 'ইসলামী অর্থনীতির ক' এবং 'ধন বন্টনের রকমারি ফর্মুলা'। ২. "ব্যাংকের সুদ কি হালাল?", লেখক : মুশতাক আহমাদ কারিমী, অনুবাদক– আব্দুল হামিদ ফাইজী। ৩. "ইসলামের অর্থনীতি", মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম (রাহিমাহুল্লাহ)। ৪. ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রাহিমাহুল্লাহ)।

জিজ্ঞাসা (১৩) : সম্মানিত শাইখ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাগুত বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। আমি তাগুতের পরিচয় জানতে চাই।

জান্নাতুল ফেরদৌস
সদর, গাজীপুর।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো"– ***(সূরা আন্ নাহ্‌ল : ৩৬)***। তাগুতের ব্যাখ্যায় আলেমগণ থেকে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

(১) আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যার 'ইবাদত করা হয়, সে যদি এই 'ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সে-ই তাগুত। কেননা সে কুফ্‌রীর প্রতি সন্তুষ্ট। যদিও সে মানুষকে কুফ্‌রীর প্রতি আহ্বান না করে থাকে।

(২) যে তার নিজের নফসের 'ইবাদতের জন্য মানুষকে আহব্বান করে, সে তাগুত। যদিও মানুষ তার 'ইবাদত না করে। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে ঐ ব্যক্তি, যে মানুষকে বলে, আমি যখন মারা যাবো, তখন তোমরা আমার কবরের কাছে আসবে এবং আমার কাছে তোমাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন করবে। আমি তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবো এবং আমি তোমাদের বিপদ-মসীবত দূর করবো। এই হচ্ছে প্রকৃত তাগুত। কারণ সে তার নিজের 'ইবাদত করার জন্য মানুষকে আহ্বান করছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

(৩) যে 'ইল্‌মুল গায়েবের দাবি করে, সেও তাগুত। যেসব বিষয় মানুষের জানা নেই, সেসব বিষয়ই গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"হে নবী! তুমি বলে দাও, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না।" ***(সূরা আন্ নাম্‌ল : ৬৫)***

(৪) যে শাসক বা বিচারক মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে, সেও তাগুত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফির।" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৪)*

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা জালেম।" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৫)*

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা ফাসেক।" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৭)*

অতএব মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে অন্যান্য কিছু দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা কুফ্রী। শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকিতী তার তাফসীর আযওয়াউল বয়ানে উপরোক্ত আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের উল্লেখিত আসমানী দলিল থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরিয়ত পাঠিয়েছেন, তার বিরোধিতা করে শয়তান তার মানব বন্ধুদের মাধ্যমে যা তৈরি করেছে, যারা ঐসব মানব রচিত আইন-কানুনের অনুসরণ করবে, তাদের কাফির ও মুশরিক হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মহান আল্লাহর যাদের অন্তর্দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিয়েছেন এবং তাদের মতো ওহীর নূর থেকে যাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছেন, কেবল তারাই একমাত্র তাদের কাফির-মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। তবে তারা যে সর্বাবস্থায় পুরোপুরি কাফির হয়ে যাবে, তা নয়; বরং তাদের হুকুম বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমনটা আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। *(দেখুন : আযওয়াউল বয়ান- ৩/২৫৯)*

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়ায় এসেছে, কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত তাগুত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান আল্লাহর কিতাব ও নবী (ﷺ)-এর পরিবর্তে যার নিকট বিচার-ফয়সালার জন্য যাওয়া হয়। সেটা মানব রচিত আইন-কানুন বা নিয়ম-নীতি হোক অথবা প্রচলিত প্রথা ও রীতি-নীতি হোক অথবা বংশীয় আচার-আচরণ কিংবা ঐসব গোত্রপতি বা নেতা হোক, যাদের নিকট ফয়সালার জন্য যাওয়া হয়। আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ছাড়া যার নিকটেই বিচার-ফয়সালার জন্য যাওয়া হয়, সেটাই তাগুত। অনুরূপ দলীয় নেতা অথবা পাদ্রী-পুরোহিতের মনগড়া ফয়সালাকেও তাগুত বলা হয়। অতএব এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, বিচার-ফয়সালা করার জন্য মহান আল্লাহর শরীয়তের পরিবর্তে যেসব বিধিবিধান ও আইন-কানুন তৈরি করা হয়েছে, তার সবগুলোই তাগুতের মধ্যে গণ্য। *(দেখুন : ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা- ১/৭৮৪)*

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আমি জানতে চাই কোন্ ক্ষেত্রে ইন্শা-আল্লাহ বলতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বলতে হবে না?***

আয়েশা নূর
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

জবাব : ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্শা-আল্লাহ বলা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾

"কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এভাবে বলবে যে, যদি আল্লাহ চান।" *(সূরা আল কাহ্ফ : ২৩-২৪)*

অতীত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্শা-আল্লাহ বলার দরকার নেই। যেমন- কোনো লোক যদি বলে গত রবিবারে আমি সফর থেকে এসেছি ইন্শা-আল্লাহ। এখানে ইন্শা-আল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তা অতীত হয়ে গেছে। অনুরূপ কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, আপনি কবে ঢাকা যাবেন? তখন আপনি বলবেন, ইন্শা-আল্লাহ, আগামীকাল, ...ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***আমরা জানি যে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তার অমুসলিম পিতার ওয়ারিস হবেন না। কিন্তু অমুসলিম পিতা যদি নবমুসলিম সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত না করেন, তবে কি সেই নবমুসলিম সন্তান তা গ্রহণ করতে পারবে?***

মো. এনামুল হক
ইটালী।

জবাব : কোনো অমুসলিম পিত যদি তার মুসলিম সন্তানকে কিছু দান করে, সেটা হাদীয়া বা উপহার হিসেবে গণ্য হবে এবং মুসলিম সন্তানের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা আছে বলে আমাদের জানা নেই। কারণ নবী (ﷺ) একাধিক অমুসলিমের হাদীয়া ও খাবার গ্রহণ করেছেন।

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***মসজিদ স্থানান্তর এবং মসজিদের জায়গা অন্যের কাছে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর প্রসঙ্গে মাসআলাহ প্রয়োজন। স্থানান্তরের কারণগুলো— ১. মহল্লার নামাযী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদে লোক ধরে না। অথচ মসজিদ সম্প্রসারণ করার মতো এখানে আর***

কোনো জায়গা নেই। কারণ মসজিদের তিন পাশে বাড়ি, এর এক দিকে কবর ও রাস্তা। ২. বাড়ির উপর মসজিদ হওয়ায় নামায অবস্থায় বালক বালিকাদের হৈ চৈ, মহিলাদের কথা বার্তা ও ঝগড়াঝাটি এবং কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে নামায নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ৩. মসজিদের জন্য ভালো বাথরুম ও ওযূখানা নির্মাণ করার মতো কোনো জায়গা নেই। ৪. মসজিদের সামনে এবং একপাশে ওয়ালের সাথে সবসময় গরু বাধা থাকায় মসজিদ অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ৫. মসজিদের তিন দিকে বাড়ি থাকায় পর্দাহীন মহিলাদের চলাফেরা করায় মুসল্লিদের সমস্যা হয়। ৬. সকল মসজিদের সামনে জায়গা থাকে এবং সামনে দিয়েই মুসল্লিগণ মসজিদে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু এই মসজিদে সামনে জায়গা না থাকায় এক সাইড দিয়ে চাপাচাপি করে প্রবেশ করতে হয় এবং বের হতে হয়, যা খুবই অস্বস্তিকর ইত্যাদি কারণে মহল্লার সকল মুসল্লিগণ মসজিদটি নিকটবর্তী কোনো উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করে সুন্দরভাবে বড় আকারে নির্মাণের পক্ষপাতি, যেখানে সুন্দর পরিবেশে মুসল্লিগণ স্বাচ্ছন্দে নামায আদায় করতে পারবে। প্রশ্ন হচ্ছে– ১. এমতাবস্থায় মসজিদটি স্থানান্তর করা যাবে কি না? ২. মসজিদ সরানোর পর বর্তমান যেখানে মসজিদ আছে উক্ত জমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে কিনা?

আব্দুর রহমান
সদর, গাইবান্ধা।

জবাব : মসজিদ নির্মাণ করার পর তাতে সালাত শুরু করে দিলে তা সরানো কিংবা বিক্রি করা অথবা পুনরায় মালিকানায় নিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। তবে যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে মুসাল্লীর তুলনায় মসজিদ সংকীর্ণ হলে এবং মসজিদ বড় করার মতো আশপাশে জায়গা না থাকলে অথবা প্রশ্নে যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণে মসজিদ স্থানান্তর করা জায়েয আছে– ***(দেখুন : শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ রচিত মাজমুউ ফাতাওয়া- ৩১/২১)***। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মসজিদ কি স্থানান্তর করা যাবে? তিনি বললেন, মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ার কারণে যদি মুসাল্লীদের জায়গা না হয়, তাহলে অধিকতর প্রশস্ত স্থানে মসজিদ স্থানান্তর করাতে কোনো অসুবিধা নেই। শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ)'র উক্তি সম্পর্কে বলেন, ইমামের কথার মধ্যে এমন স্পষ্টতা রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের কল্যাণে মসজিদ পূর্বের স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা বৈধ। ***(দেখুন : মাজমুউল ফাতাওয়া- ৩১/২১৫-২২৯)***

অতএব আমরা বলবো যে, ইসলামী শরিয়ত যেহেতু এসেছে মানুষের কল্যাণে, তাই মুসলিমদের প্রয়োজনে মসজিদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে। এমনকি পুরাতন জায়গাটি বিক্রি করে নতুন মসজিদে সেই অর্থ খরচ করাও জায়িয। এ বিষয়ে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের আলোচনা হয়েছে। পরিষদের সদস্যগণও এটাকে বৈধ বলে ফাতাওয়া জারি করেছেন। ***(দেখুন : লাজনার ফাতাওয়া নং- ৩৮/১৬)***

জিজ্ঞাসা (১৭) : ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইয়াহূদার বংশধররাই ইয়াহূদী –একথা কি কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত?

মো. আবু জাফর
বি.বাড়িয়া।

জবাব : মুফাস্সিরগণের ঐক্যমত্যে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরকেই ইয়াহূদী বলা হয়। তাফসীর ইবনু কাসীর, তাবারি ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে তাদের নামকরণের কারণ হিসেবে ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মাওকূফ সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে–

عن ابن مسعود (ﷺ) قال : نحن أعلم من أين سميت اليهود باليهودية؟ من كلمة موسى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : «إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ».

অর্থাৎ- মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর এই কথা «إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ» কারণেই তাদেরকে ইয়াহূদী নামকরণ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা (১৮) : আমাদের মাঝে যে সকল ইস্রাঈলী বর্ণনা রয়েছে সেগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য?

মো. নুরুল ইসলাম
পীরগঞ্জ, রংপুর।

জবাব : ইস্রাঈলের বর্ণনা যেগুলো 'ইস্রাঈলিয়াত' নামে পরিচিত; তা তিন ধরনের হতে পারে। যথা- **১.** সেগুলোর সত্যতার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণ বিদ্যমান, সেগুলো বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী 'আমল করা আবশ্যক। **২.** যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহয় মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো অবিশ্বাস করা আবশ্যক ও বর্জন করা আবশ্যক। **৩.** যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ নিরবতা অবলম্বন করেছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমরাও নিরব থাকবো এবং বলবো, এগুলোর প্রকৃত 'ইল্ম একমাত্র মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। ***(আযওয়াউল বায়ান- ৩/৩৪৬)***

৬৫ বর্ষ ॥ ১৩-১৪ সংখ্যা ❖ ২৫ ডিসেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১১ জমাদিউস সানি- ১৪৪৫ হি.

প্রচ্ছদ রচনা

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত সৌদি আরবের শীর্ষ দশ ইউনিভার্সিটি

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

[তৃতীয় পর্ব]

কিং খালিদ ইউনিভার্সিটি

সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আসির পর্বতমালায় আসির জাতীয় উদ্যানের নিকটে আসির প্রদেশের রাজধানী আবহায় অবস্থিত একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিং খালিদ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে আধুনিক সৌদি আরবের চতুর্থ শাসক, বাদশাহ খালিদ বিন 'আব্দুল 'আযীয আল সৌদের নামে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে প্রায় ঊনত্রিশটির বেশি কলেজ যা দেশটির ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি ও প্রশাসন, আইন, আরবি ভাষা এবং মেডিসিন বিষয়ে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফাহাদ বিন 'আব্দুল 'আযীয আল সৌদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০-এর বেশি। টাইমস হায়ার এডুকেশন (২০২৩)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ষষ্ঠ সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। যার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংক (২০২১) : ৫০১-৬০০। সৌদি আরবের র‍্যাংক (২০২১) : ৫। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কিং খালিদ বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে। বৃত্তি আয়তাধিন সুবিধাসমূহ হলো সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনা করবার সুযোগ, কোর্স চলাকালীন মাসিক ভাতা প্রদান, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফ্রী আবাসন ব্যবস্থা, ফ্রী মেডিক্যাল সেবা, প্রতি বছর তিন মাসের ছুটিসহ দেশে আসা যাওয়ার জন্য ফ্রী এয়ার টিকিট সুবিধা প্রদান করা হয়।

ইমাম 'আব্দুর রহমান বিন ফয়সাল ইউনিভার্সিটি

সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলে পারস্য উপসাগরের তীরে সৌদি তেল শিল্পের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র সৌদি আরবের চতুর্থ-সর্বোচ্চ জনবহুল শহর দাম্মামে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় ইমাম 'আব্দুর রহমান বিন ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে প্রায় একুশটির বেশি কলেজ যা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকৌশল, স্থাপত্য, কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, ব্যবসা প্রশাসন এবং মেডিসিন বিষয়ে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কলেজ অফ মেডিসিন এবং কলেজ অফ আর্কিটেকচার এই দু'টি কলেজ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দাম্মাম বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীতে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে দাম্মাম সফরের সময় বাদশাহ সালমান বিন 'আব্দুল 'আযীয আল সৌদের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা 'আব্দুল 'আযীয ইবনু সৌদের পিতা দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্রের শেষ শাসক 'আব্দুর রহমান বিন ফয়সাল আল সৌদের নামে রাখা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০-এর বেশি। টাইমস হায়ার এডুকেশন (২০২৩)-এর সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান একপঞ্চাশতম। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। যার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংক (২০২১) : ৮০১-১০০০। সৌদি আরবের র‍্যাংক (২০২১) : ৬। বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তি আয়তাধিন সুবিধাসমূহ হলো আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফ্রী আবাসন ব্যবস্থা, ফ্রী মেডিক্যাল সেবা এবং সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনা করার সুযোগ।

[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]

** **শিক্ষার্থী**, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

জানুয়ারি

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৫:১৬	০৬:৪০	১২:০৩	০৩:০৩	০৫:২৪	০৬:৫৪
০২	০৫:১৬	০৬:৪০	১২:০৩	০৩:০৩	০৫:২৫	০৬:৫৫
০৩	০৫:১৬	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৪	০৫:২৫	০৬:৫৫
০৪	০৫:১৭	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৪	০৫:২৬	০৬:৫৬
০৫	০৫:১৭	০৬:৪১	১২:০৫	০৩:০৫	০৫:২৭	০৬:৫৭
০৬	০৫:১৭	০৬:৪১	১২:০৫	০৩:০৬	০৫:২৭	০৬:৫৭
০৭	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৬	০৫:২৮	০৬:৫৮
০৮	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৭	০৫:২৯	০৬:৫৯
০৯	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৯	০৬:৫৯
১০	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:০৮	০৫:৩০	০৭:০০
১১	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:০৯	০৫:৩১	০৭:০১
১২	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১০	০৫:৩১	০৭:০১
১৩	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১০	০৫:৩২	০৭:০২
১৪	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১১	০৫:৩৩	০৭:০৩
১৫	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১১	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৬	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১২	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৭	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১৩	০৫:৩৫	০৭:০৫
১৮	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৩	০৫:৩৬	০৭:০৬
১৯	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৪	০৫:৩৭	০৭:০৭
২০	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৫	০৫:৩৭	০৭:০৭
২১	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১১	০৩:১৫	০৫:৩৮	০৭:০৮
২২	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১১	০৩:১৬	০৫:৩৯	০৭:০৯
২৩	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১১	০৩:১৭	০৫:৩৯	০৭:০৯
২৪	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১১	০৩:১৭	০৫:৪০	০৭:১০
২৫	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১২	০৩:১৮	০৫:৪১	০৭:১১
২৬	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১২	০৩:১৮	০৫:৪২	০৭:১২
২৭	০৫:১৮	০৬:৪০	১২:১২	০৩:১৯	০৫:৪২	০৭:১২
২৮	০৫:১৮	০৬:৪০	১২:১২	০৩:১৯	০৫:৪৩	০৭:১৩
২৯	০৫:১৮	০৬:৪০	১২:১২	০৩:২০	০৫:৪৪	০৭:১৪
৩০	০৫:১৮	০৬:৩৯	১২:১৩	০৩:২১	০৫:৪৪	০৭:১৪
৩১	০৫:১৮	০৬:৩৯	১২:১৩	০৩:২১	০৫:৪৫	০৭:১৫

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক
র‍্যাংকিংভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সনামধন্য
শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা
পৃথক শাখা

আমাদের
নিয়মিত
অ্যাকাডেমিক
প্রোগ্রাম

তাহফীজুল কুরআন
মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
(ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)

উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম
আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
কুরআন শিক্ষা
দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 PRICE Tk. 25.00

بسم الله الرحمن الرحيم

مدرسة رابطة المحسنات للبنات

রাবেতাতুল মোহ্‌সানাত মহিলা মাদ্‌রাসা

স্থাপিত ঃ ২০১২

ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে সালাফী মানহাজের আদলে একটি যুগোপযোগী আধুনিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আপনার শিশু হোক অহীর আলোয় আলোকিত....

ভর্তি চলছে

বিভাগ সমূহ

- নূরানী
- হিফজ
- কিতাব (প্লে থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত)
- বিশেষ কোর্স (স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবে)

প্লে-সানাবিয়া (একাদশ) পর্যাক্রমে দাওরা

ফরম বিতরণ ও ভর্তি

১ থেকে ৫ জানুয়ারী

মুসলিমনগর, কাঞ্চন পৌরসভা
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- কিতাব-সুন্নাহ ও সহীহ আক্বিদার আদলে মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ
- কওমি ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের সমন্বয়ে প্রণীত সিলেবাস অনুসরণ
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান ও পরিচালনা
- অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে সর্বাধুনিক সুবিধা সমন্বিত নিজস্ব আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- দৈনিক ৩বার আদর্শ খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা
- শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদানে প্রহরীর ব্যবস্থা
- মাদ্রাসা বোর্ডের সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও কাঙ্খিত ফলাফলের জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান
- অমনোযোগী ও দূর্বল ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ তত্ত্বাবধান
- নিয়মিত বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চা এবং নৈতিক মান উন্নয়নে বিশেষ তা'লিমীর ব্যবস্থা
- আরবি, বাংলা ও ইংরেজি হাতের লিখা ও ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- মেধানুযায়ী দ্রুত হিফজ সম্পন্ন করানো এবং নতুন হিফজ সম্পন্ন হাফেজাদের শুনানির সুব্যবস্থা
- নুরানী ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিকা দ্বারা নুরানী বিভাগ পরিচালনা
- তাহ্‌ফিজ ও নূরানী বিভাগে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী সমপর্যায়ের শর্ট সিলেবাস পড়ানো
- ১ বছর মেয়াদী বিশেষ কোর্স বিভাগের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী কিতাব বিভাগে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার

rabetatulmohsanatmohilamadrash@gmail.com
রাবেতাতুল মোহ্‌সানাত মহিলা মাদরাসা

যোগাযোগ:
01741-113040, 01879-869614, 01879-869674

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত